মেঘমল্লা

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
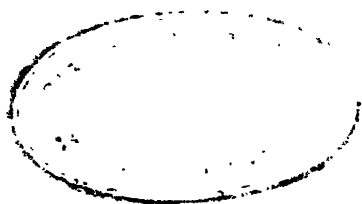
এক টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গবাসী রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
বাহাদুর—

হে সত্যাশ্রয়ী,
চিত্তজয়ী,
কর্ম্মযোগী পুরুষসিংহ

তোমার পুণ্যময় স্মৃতি আমার বুকে আজ জেগে উঠেছে; তাই তোমার পবিত্র নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলুম,—পুস্তক ধন্য হ'ল।

উত্তরপাড়া
আশ্বিন ১৩৪৪ সাল

তোমার স্নেহের—
শচীশ

মেঘমালা

১

আমরা দেড় হাজার বৎসরের আগেকার কথা বলিতেছি। তখন কলিঙ্গ প্রদেশে বৌদ্ধ প্রাধান্য। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় সাত শত বৎসর কলিঙ্গ প্রদেশ বৌদ্ধরাজের শাসনাধীনে ছিল। তারপর হিন্দুরাজা যযাতিকেশরী অযোধ্যা হইতে আসিয়া উত্তর কলিঙ্গ জয় করেন এবং যাযপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। মানুষের বাসনার শেষ নাই ; উত্তর কলিঙ্গ জয় অন্তে তাঁহার লোভ পড়িল দক্ষিণ কলিঙ্গ প্রতি। দক্ষিণ কলিঙ্গের নাম ছিল তৌশলী রাজ্য। ইহার রাজধানী স্থাপিত ছিল, একাম্রকাননে—বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরের সন্নিকটে। কিন্তু দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর বলিয়া কোন স্থান বা বিগ্রহ ছিল না। এই তৌশলী রাজ্যের অধিপতির নাম ছিল, শান্তসেনা ; রাজধানী সচরাচর তনুসুনিয়া বা তোশলা নামে অভিহিত হইত।

রাজা প্রকৃত বৌদ্ধ। তিনি হিংসা করিতেন না—পরোপকারই তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি যাগযজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গ, এমন কি

পরমাত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন না। রাজার কথা পরে হইবে, এখন রাজ্যের কথা কিছু বলি। রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও বর্ত্তমান গ্রীস অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। মহানদীর কূল হইতে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত তৌশলী রাজ্য বিস্তৃত। এই সৌন্দর্য্যময় প্রদেশের পর্ব্বতে গুহা, উপত্যকায় হীরক, জঙ্গলে মূল্যবান্ কাষ্ঠ। শান্তিভরা, সৌন্দর্য্যভরা এই প্রদেশ জয় করিবার জন্য হিন্দু রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। হিন্দুও অনেক আছে; তাহারা থাকে রাজধানী হইতে দূরে উপত্যকায়। অনার্য্যেরা বাস করে পাহাড়ের উপর। রাজধানীতে বৌদ্ধ ছাড়া অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে না। তবে সম্প্রতি সহর-প্রান্তে নদীকূলে এক হিন্দুপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই হিন্দু পল্লীর উপর বৌদ্ধরাজার পক্ষ হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

রাজধানী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দুর্গ অভেদ্য। অনতি-উচ্চ পাহাড়ের মাথায় দুর্গ। তাহার দুই পার্শ্ব রক্ষা করিতেছে দুইটী নদী। একটীর নাম দয়াবতী, অপরটীর নাম গন্ধবতী। গন্ধবতীর ধারা বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। তবে উভয় নদীতে সকল সময় সকল স্থানে নৌকাচলাচলের উপযোগী জল থাকে না; দক্ষিণ ভারতের শাখা নদীতে থাকিতেও পারে না—পর্ব্বত-মালার গলিত হিমানীধারার সাহায্য তাহারা পায় না; সুতরাং হিমালয়-আশ্রিতা গঙ্গা যমুনার ন্যায় তাহারা চিরযৌবনা নয়। বর্ষায় ফুলিয়া উঠে, বর্ষান্তে শুকাইয়া যায়। কোথাও

গভীর জল, কোথাও মানুষ গরু হাঁটিয়া পার হয়। তবে দুর্গ নিম্নে সকল সময় গভীর জল।

দুর্গের ভিতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। দুর্গপতির ছাড় পত্র ব্যতীত হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রবেশ করিতে পায় না। বিশেষ যখন এ সময় যযাতি কেশরীর আক্রমণ প্রতীক্ষা করা হইতেছিল, তখন চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দুর্গের কর্ত্তৃত্ব দুর্গেশ্বর রুদ্রপালের উপর; আর নগরের ভার, নগররক্ষক ধর্ম্মপালের উপর। তিনি হিন্দুপল্লীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, শত্রুপক্ষের গুপ্তচর এই পল্লীতেই আশ্রয় লইতেছে। তাঁহার এ ধারণা ভ্রান্ত নয়।

একদা সন্ধ্যাকালে এই পল্লীর একটী কুটীরদ্বারে এক হিন্দু যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। কুটীর-দ্বারে পালি ভাষায় গৃহস্বামীর নাম 'কৃপানাথ' লিখিত ছিল। গৃহস্বামীকে আহ্বান করিতেই তিনি বাহিরে আসিলেন এবং অতিথিকে সসম্মানে ভিতরে লইয়া গেলেন। অতিথির বেশ ছিন্ন ও মলিন হইলেও তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল না। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই চুপি চুপি কৃপানাথকে কহিলেন, "আমাকে কোনরূপ সম্মান দেখাবে না, তোমার জ্ঞাতি ভাই ইহাই যেন লোকে জানে।"

পর দিবস প্রাতে কৃপানাথ তাঁহার অতিথি সত্যনাথকে লইয়া মাছ ধরিতে গেলেন। কৃপানাথের একখানি ছোট নৌকা ও একটা জাল ছিল। কৃপানাথ প্রত্যহই দয়ানিধিতে মাছ ধরিতে

যাইতেন। সত্যনাথ জাল ফেলিতে সম্পূর্ণ অপটু; কিন্তু তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কৃপানাথকে বরাবর সাহায্য করিয়া যাইতেছেন। নদীতে মাছ প্রচুর, উঠিতেছিল কিছু কিছু। যখন নৌকা মধ্যনদীতে, তখন সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ আছে কৃপা ?"

"দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি।"

"তবে এতদিন তোমরা এ দেশে থেকে কি করলে ?"

"চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি; কেহ সন্ন্যাসী সেজে, কেহ বা ভিক্ষুর বেশে, কেহ বা পণ্যদ্রব্য নিয়ে দুর্গে যাবার চেষ্টা করেছে। তাহারা কেহ প্রাণ নিয়ে ফেরে নি।"

উভয়ে ক্ষণকাল নৌকা বহিয়া চলিলেন—উভয়ে নীরব। জাল ফেলিতে কাহারও বিশেষ আগ্রহ নাই, অচিরে দুর্গচূড় দৃষ্ট হইল। কৃপানাথ কহিল, "এই নদী দুর্গ নিম্নে গন্ধবতীর সহিত মিলিত হয়েছে। তথায় গভীর জল, সুতরাং এ পথে দুর্গ আক্রমণ সম্ভবপর নয়; অন্য পথ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হ'তে পারে।"

সত্যনাথ তীক্ষ্ণনয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নদীগর্ভ হইতে এক অনতি-উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। সেই পাহাড়ের মাথায় তোশলা দুর্গ। প্রাচীর বা দুর্গ-প্রাকার দুরারোহ নয় কৌশলী লঘুদেহবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে। এই প্রাচীরের অপর পৃষ্ঠে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য সত্যনাথের আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু অতি দীর্ঘ আরোহণী ব্যতীত সেই সমুচ্চ

প্রাচীরে উঠিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। প্রাচীর-গাত্র অসমান ও অসরল। তিনি যদি পক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিয়া আসিতে পারিতেন প্রাচীর কি ভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। তিনি এই সব চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল নৌকার আরোহী সাধারণ ব্যক্তি নয়। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সহচরকে কহিলেন, "জাল ফেল।"

উভয়ে জাল ফেলিলেন, মাছও কিছু উঠিল। কিন্তু নৌকারোহীর চোখে ধূলা দেওয়া গেল না,—নৌকা দ্রুতবেগে তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিল। অধিকাংশ বৌদ্ধ মাছ খায় না—জীবহত্যা করে না। যাহারা রসনার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তাহারাই বৌদ্ধ চীন জাপানের ন্যায় মৎস্য আহার করে। অশোক বা চন্দ্রগুপ্তের অনুশাসনে বৌদ্ধ রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। তাই তখনকার দিনে নদ নদীতে মৎস্য প্রচুর ছিল। এখন রাক্ষসের দল জীব জানোয়ার সব খাইতেছে—দয়াধর্ম্মও উদরস্থ করিতে পিছায় নাই। এমনই লোভ।

দ্বিতীয় নৌকার আরোহীরা মৎস্য আহার করেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহাদের একজন কৃপানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাছ বেচবে ?"

"বেচ্‌বার জন্যেইত ধরছি কর্ত্তা।"

"দেখি কি মাছ।"

উভয় নৌকা গায় গায় লাগিল। আগন্তুক মাছ না দেখিয়া সত্যনাথকে দেখিতে লাগিল। তাঁহার পরিধানে ছিন্নবস্ত্র থাকিলেও তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ, দেহের গঠন, নয়নের প্রভা দেখিবামাত্র আগন্তুক বুঝিল, এই ব্যক্তি অনন্যসাধারণ। সত্যনাথ বুঝিলেন, আগন্তুক তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছে ; তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতদিন মাছ ধরছ ?"

"পূর্ব্বে আর ধরি নি—আজ প্রথম।"

"আগে কি করতে ?"

"কিছু জমিজমা ছিল, লোকজন দিয়ে চাষ করতাম।"

"এখন তা' করনা কেন ?"

"আত্মীয়-স্বজন তা' ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে আমাকে নিঃসহায় দেখে।"

"কোন্ রাজার প্রজা তুমি ?"

"তাম্রলিপ্তের।"

"তা' এখানে এসেছ কেন ?"

"কৃপা আমার আত্মীয় হয়, তার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছি, যদি তার সাহায্যে কোন কাজ কর্ম্ম পাই।"

"অস্ত্র ধরতে জান ?"

"কিছু কিছু জানি ; লাঠি চালাতে ভাল পারি। যদি দয়া—"

"তোমার মুঠায় যে তরবারির রেখা—"

"এটা লাঙ্গলের, মুঠা করে লাঙ্গল ধরতে হয় কিনা—"

"তোমার লোকজন ত লাঙ্গল ধরে।"

"আমাকেও সময় সময় ধরতে হয়।"

"আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে কাজ দেব।"

"আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ, কিন্তু আপনার পরিচয় আমি অনবগত।"

"আমি নগররক্ষক।"

সত্যনাথ যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আমি ভাগ্যবান্, তাই আপনার আশ্রয় পেয়েছি।"

"তুমি হিন্দু না বৌদ্ধ ?"

"আমি হিন্দু, নাম সত্যনাথ—আপনার দাস।"

নগরপাল প্রীত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। কৃপা বুঝিল, সত্যনাথ বন্দী হইলেন।

২

নগরপালের শরীররক্ষী-পদে সত্যনাথ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং অধিকাংশ সময় উভয়কে একত্র থাকিতে হয়। ধর্ম্মপাল যতই সত্যনাথকে দেখেন ততই তিনি মুগ্ধ হন। উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রথম দিন যখন তিনি নগরপালের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন কেহ কেহ মনে করিল, দেশের রাজা বুঝি আসিয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মপালের পুত্রহীনা স্ত্রী মারুতি দেবী মনে করিলেন, আমার যদি এই রকম একটা ছেলে থাক্‌ত, অন্ততঃ একটা জামাই। কিন্তু তা'ত হবার নয়—

একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। তখনকার দিনে অবরোধ প্রথা ছিল না। মহাভারতের সময় হইতে লক্ষ্মণ সেনের যুগ পর্য্যন্ত অন্তঃপুরচারিণীরা স্বচ্ছন্দে রাজপথে যাতায়াত করিত। তারপর—তারপর হিন্দুরা যখন স্বাধীনতা হারাইল, তখন তাহারা নিগ্রহের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইল, বীর রাজপুতরমণী বদনে অবগুণ্ঠন টানিল। মারুতি দেবী বিনা সঙ্কোচে সত্যনাথের সহিত আলাপ করিতেন এবং নিকটে বসিয়া খাওয়াইতেন। তবে একদিনে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় নাই—ক্রমে ক্রমে সত্যনাথ তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিলেন।

সত্যনাথের প্রভাব হইতে ধর্ম্মপালও নিস্তার পান নাই। তাহার রূপ ও গুণ তাঁহাকে এতই আকৃষ্ট করিল যে, তিনি ক্রমে

ক্রমে সত্যনাথকে পিতৃ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তবে সহসা এমনটা ঘটে নাই—অনেক পরীক্ষার পর তিনি তাহাকে বুকে ধরিয়াছেন। কৃপানাথের কুটীরে মাছ আনিতে পাঠাইয়া অদৃশ্য থাকিয়া তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন; সুন্দরী তরুণী তাহার কক্ষে নিশিথে পাঠাইয়া দিয়া চিত্তজয়ী সত্যনাথের অভিনয় দেখিয়াছেন; ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া সত্য-নাথের নির্লোভ চিত্তের পরিচয় লইয়াছেন। শেষ পরীক্ষা একটু কঠোর হইয়াছিল,—এক ব্যক্তি সহসা একদিন সত্যনাথকে ডাকিয়া নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেল এবং কহিল, "মহারাজ যযাতি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন—"

সত্য। রাজা যযাতি? তাঁহার সহিত বা তাঁহার রাজ্যের কোন ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় নেই।

ব্যক্তি। সে কি! তিনি বলে দিয়েছেন, সত্যনাথকে ত্বরায় ফিরে আসতে বল্‌বে। যে সংবাদ সংগ্রহ করতে তাকে পাঠিয়েছি, সে সংবাদ আমি পেয়েছি—সেখানে থাক্‌বার তার আর কোন প্রয়োজন নেই—ত্বরায় ফিরে আসতে বলবে—

সত্য। রাজা যযাতির সহিত আমার যখন কোন পরিচয় নেই, তখন তিনি এ সংবাদ পাঠাতে পারেন না। তুমি ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

বলিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করত পদাঘাত করিলেন। সে ভগ্নপদ হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল।

এইরূপে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যনাথ, নগরপালের

চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা অপরাহ্ণে নগরপাল গিয়াছিলেন নগরের বাহিরে একটা পাহাড়ের ধারে। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে একদল দস্যু বা গুপ্তচর লুক্কায়িত আছে। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, দূর হইতে স্থানটা দেখিয়া আসিয়া একদিন প্রহরীসহ তাহাদের ঘেরাও করিবেন। তাই তিনি সত্যনাথ ছাড়া আর কাহাকেও সঙ্গে আনেন নাই। কিন্তু যাহা তিনি ভাবেন নাই, তাহাই ঘটিল ; কয়েকজন দস্যু কোথায় লুক্কায়িত ছিল, তাহারা অতর্কিতে নগরপাল ও সত্যনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল। আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র চালনা করিবার অবসর পাইলেন না। একজন দস্যু কহিল, "আজ আমাদের মহাভাগ্য, নগরপালকে পেয়েছি—বিশ সের সোনা (স্বর্ণ) না পেলে ছেড়ে দেব না।"

"এই যে দিতেছি," বলিয়া সত্যনাথ তাহার উদ্যত হস্ত আকর্ষণ করিয়া অপর এক দস্যুর দেহের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই ভূশায়ী হইল। তিনি তাহাদের একজনের পা দুইটা ধরিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে অপর দস্যুদের আক্রমণ করিলেন। আরও দুইজন ভূশায়ী হইলে বাকি কয়জন পলাইল।

নগরপাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী-কন্যার নিকট সকল পরিচয় দিলেন। দশমবর্ষীয়া কন্যা সুমিত্রা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, তুমি নাকি মানুষ ঘোরাতে পার? তোমার

গায় এত জোর! বাবা বল্‌ছিলেন, এত জোর তিনি কোনও মানুষের গায় দেখেন নি।"

অশ্রুসিক্তা মারুতি আসিয়া কহিলেন, "তোমাকে নগরপাল ডাক্‌ছেন—যাও।"

সত্যনাথ আসিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মপাল গভীর চিন্তায় মগ্ন, অতঃপর তিনি কহিলেন, "সত্যনাথ, তুমি বৌদ্ধ হবে?"

সত্য। হিন্দুধর্ম্ম হ'তেইত বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি—মূলতঃ উভয়ই এক, আমরা যাকে মুক্তি বলি, আপনারা তাকে নির্ব্বাণ বলেন। আমরা—

ধর্ম্ম। আমার প্রশ্নেরত উত্তর দিলে না।

সত্য। বাপ্ পিতামহের রীতি নীতি বা সমাজ ত্যাগ করতে পারব না।

ধর্ম্ম। তোমার বাপ্ মা জীবিত আছেন নাকি?

সত্য। আমার সাম্‌নেইত আমার বাপ্ মা। শৈশবে জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে হারিয়ে যৌবনে আপনাদের পেয়েছি।

ধর্ম্ম। ভগবান্ তথাগত জানেন তোমাকে আমি কি চেখে দেখি। এই সম্পর্কটা আমি আরও দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তোমাকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতে বলছিলাম। কিন্তু—

মারুতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি?"

ধর্ম্ম। না, সে কথা এখন যাক্।

মারু। তুমি বেড়াতে যাও, সত্যনাথ? পাহাড় জঙ্গল ভালবাস?

সত্যনাথ প্রস্থান করিলে ধর্ম্মপাল কহিলেন, "সত্যনাথের কোন দোষ পাই না, অথচ তাকে আমি আজও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না।

মারু। অবিশ্বাসের হেতু কি ?

ধর্ম্ম। মনে হয় সে যেন শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। অকপট-ভাবে সব কথা বলে নি—মিথ্যাও বলেছে। তার মুষ্টিতে অস্ত্র-রেখা, তার বাহুমূলে তরবারির লেখা, সর্ব্বদাই সে তাহা ঢেকে রাখে। এই দুটী চিহ্ন দেখে মনে হয় সে একজন সৈনিক—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। কিন্তু সে পরিচয় আমার নিকট গোপন রেখেছে। যাই হো'ক সে আমার নিকট পুত্রাধিক প্রিয়, আমার জীবনদাতা।

মারু। তুমি যা' সন্দেহ করছ সত্যই যদি তা' হয়, তোমাদের ক্ষতি কি ? তোমাদের কোন অনিষ্ট ত করেনি।

ধর্ম্ম। করতে ত পারে ; আজও হয়ত সুযোগ পায় নি।

মারু। তুমি অমঙ্গল কল্পনা করে মিছামিছি একটা অশান্তি আহ্বান করে আন্‌ছ।

ধর্ম্ম। তুমি স্ত্রীলোক, এ সব বুঝবে না।

মারু। বুদ্ধি বিবেচনা তোমরাই বুঝি একচেটে করে নিয়েছ ?

ধর্ম্ম। যদি সত্যর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দিতে পারতাম—

মারু। সুমিত্রাকে সত্য খুব ভালবাসে—

ধর্ম্ম। সে কা'কে ভালবাসে না !

৩

একদা মধ্যাহ্নে সত্যনাথ দয়ানিধি পার হইয়া চলিলেন। যে স্থানে পার হইলেন, সেখানে জল কম; সুতরাং নৌকার প্রয়োজন হইল না। দূরবর্ত্তী একটী পাহাড় তাঁহার লক্ষ্য। এদিকে পূর্ব্বে তিনি কোন দিন আসেন নাই। জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ, জঙ্গল ঠেলিয়া নির্ভয়চিত্তে তিনি চলিয়াছেন। পাহাড়-পাদমূলে তিনি পৌছিতে না পৌছিতে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। ইহারা কোল জাতীয়। আর্য্যের দর্শন-সৌভাগ্য ইহাদের সচরাচর ঘটে না। আর্য্য তাহাদের বরণীয়। বরণীয় হইলেও আর্য্যের রীতিনীতি সাজসজ্জা অনুকরণের চেষ্টা তাহারা করে না। এই বরণীয় আর্য্যকে তাহাদের গৃহদ্বারে আসিতে দেখিয়া তাহারা সসম্মানে উপরে লইয়া গেল। পাহাড়ের নাম মঞ্জু, বেশী উচ্চ নয়, কিন্তু অতি রমণীয়, মাথাটা সমতল—বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে তাহার অঙ্গ গঠিত। মাঝে মাঝে গাছ।

পাহাড়ের মাথায় আসিয়া সত্যনাথ তাহাদের ঘরদ্বার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; দলপতি আসিয়া নতি জানাইল এবং একখণ্ড প্রশস্ত শিলার উপর মৃগচর্ম্ম বিস্তার করত তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। সত্যনাথ চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, অতি মনোরম দৃশ্য। একদিকে কিছু দূরে উদয়াচল,

তাহার পশ্চতে বহুদূরে মেঘবরণ সীমাচল, অপর দিকে তৌশলী দুর্গচূড়া। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রজতরেখার ন্যায় ক্ষুদ্র স্রোতঃ-স্বতী দৃষ্ট হইতেছিল। পাহাড়ের গায় পাহাড়, তাহার পিছনে পাহাড়; গাছের পাশে গাছ, তাহার পশ্চাতে গাছ—শেষ নাই—বহুদূর বিস্তারী—গগনস্পর্শী। সত্যনাথ মুগ্ধ হইলেন। অকস্মাৎ এই মজু পাহাড়মূলে এক কাতর চীৎকার শ্রুত হইল। সত্যনাথ নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, একটী হরিণীর পশ্চাতে একটা বাঘ ছুটিয়াছে; হরিণী প্রাণভয়ে শ্রান্তদেহ টানিতে টানিতে করুণস্বরে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। সত্যনাথ কালবিলম্ব না করিয়া সমীপস্থ অনার্য্যের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ কাড়িয়া লইলেন এবং শরযোজনা করিলেন। তখন বাঘ আসিয়া হরিণের উপর পড়িয়াছে। যে শক্তি নিয়োগে তিনি শরক্ষেপ করিলেন, বোধ হয় সে শক্তি তিনি পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে বা কার্য্যে নিয়োগ করেন নাই। ব্যাঘ্রের মস্তক বিদীর্ণ হইল, তাহার কণ্ঠের চীৎকার রুদ্ধ হইল, হরিণী পলাইল। দর্শকেরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া সত্যনাথের পানে চাহিয়া রহিল। দলপতি ইমারা অগ্রসর হইয়া সত্যনাথের চরণস্পর্শ করিয়া কহিল, "আজ হ'তে তুমি আমার গুরু, যা' আদেশ করবে, তাই করব।" সত্যনাথ অবশ্য তাহার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু ভাব বুঝিলেন। তিনি হাসিতে হসিতে ইমারাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে ধন্য ও কৃতার্থ হইল। অদ্যাবধি কোন আর্য্য, অনার্য্যকে বক্ষে ধরিয়াছে, তাহা তাহারা শুনে নাই।

এদিকে কয়েক ব্যক্তি ছুটিয়াছিল মৃত পশুকে উপরে আনিতে। তাহারা দেখিল, শর, পশুর একটা চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়াছে। বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া তাহারা সত্যনাথের চরণ সমীপে গড়াগড়ি দিল। ইহাই তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির চরম নিদর্শন। তাহাদের দেবতাশ্রেষ্ঠ মশানী ঠাকুরাণীর সম্মুখে তাহারা এইভাবে গড়াগড়ি দিয়া থাকে। এই অসভ্য বন্য জাতি কাপট্য বা খলতা জানে না। তাহাদের ভোগ বিলাস নাই, সুতরাং অভাবও নাই; তাহাদের বাসনা নাই, সুতরাং অশান্তিও নাই। বন্য বৃক্ষ তাহাদের কুটীর নির্ম্মাণের সমস্ত উপকরণ যোগাইতেছে, বন্যবৃক্ষ বল্কলরূপে তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, বৃক্ষফল ও পশু তাহাদের আহার যোগাইতেছে, এই বন্যজাতি বন ছাড়া থাকিতে পারে না—বনের বাহিরে যেতেও চায় না। তাহারা হিংসা জানে না, অসত্য জানে না, অভাব বুঝে না। তাহারা সুখী না, সভ্য জাতি সুখী ? সত্যনাথের মনোমধ্যে এই সব চিন্তার উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে কহিলেন, হিংসার জ্বালা, বাসনার আগুন নিবাইয়া দেও প্রভু। ভাবিতে ভাবিতে ভগবৎ চরণে সকাতর প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া বনপথ ধরিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি সহসা শুনিলেন, বামা-কণ্ঠোত্থিত ভয়বিহ্বল চীৎকার। সত্যনাথ উৎকর্ণ হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল শুনিলেন, তারপর শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিলেন, এক বিশালকায় ভল্লুক দুইটী অনার্য্য বালিকাকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা কাষ্ঠ আহরণ করিতে আসিয়াছিল; উভয়ের হস্তে এক একখানি ক্ষুদ্র অস্ত্র ছিল, তদ্দ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া নিজে আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়াছিল, সেজন্য আক্রমণের বেগ তাহার উপরেই পড়িয়াছিল। এই সুযোগে কনিষ্ঠা পলায়ন করিল। সত্যনাথ চকিতমধ্যে অবস্থাটা বুঝিয়া লইয়া এক বৃক্ষশাখা ক্ষিপ্রহস্তে ভাঙ্গিয়া লইলেন এবং ভল্লুককে আক্রমণ করিলেন। ভল্লুক ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সত্যনাথ তখন আক্রমণের সুবিধা পাইলেন। জানোয়ারের মাথায় তিনি এত জোরে আঘাত করিলেন যে, স্থূল বৃক্ষশাখা ও ভল্লুক তুণ্ড উভয়ই ভাঙ্গিয়া গেল। বালিকা বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

সত্যনাথ তখন বালিকার পানে ফিরিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন। দেখিলেন তার মুখখানি চমৎকার। বর্ণ যেমন মলিন, নয়ন তেমনি উজ্জ্বল। তাহার অধর, ওষ্ঠ, নাসিকা, ভ্রূ, সর্ব্বাঙ্গের গঠন অপূর্ব্ব। টানা চোখের শেষপ্রান্ত ভ্রূ স্পর্শ করিতে উদ্যত। অনাবৃত বক্ষে ছিন্ন বনফুলমালা, কোমরে বল্কলের পরিবর্ত্তে মৃগচর্ম্ম। সত্যনাথ ইঙ্গিতে কহিলেন, এখন গৃহে যাও। বালিকা পিছনে ফিরিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গিনী নাই। সত্যনাথ ইঙ্গিতে জানাইলেন, সে পালাইয়াছে। বালিকা তখন হাঁটিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না,—সে চরণে আহত

হইয়াছিল। সত্যনাথ অগ্রসর হইয়া তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিলেন এবং বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তাহাকে বক্ষের উপর ফেলিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। বালিকা প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু পরে সেই প্রশস্ত বক্ষের উপর আরামে ও নিশ্চিন্তমনে পড়িয়া রহিল। আর্য্য তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয়।

বালিকা দলপতি ইমারার কন্যা। পাহাড়ে উঠিতে না উঠিতে অনার্য্যেরা আসিয়া সত্যনাথকে ঘিরিল। বালিকার নিকট তাহার সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কেহ কেহ ছুটিল ভল্লুকদেহ সন্ধানে, কেহ কেহ বা ওষধি লতা সংগ্রহার্থে। ইমারা ও তাহার স্ত্রী, সত্যনাথকে কিরূপে তাহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মুখে যুক্তকরে সজলনয়নে দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু বালিকা কিছুই করিল না। ব্যাঘ্র কিরূপে নিহত হইয়াছিল তাহা সে শুনিল, কিন্তু কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। ভল্লুক-দেহ আনীত হইলে তাহার ভগ্ন মস্তক ও বিশাল দেহ দৃষ্টে কত লোকে কত কথা বলিল, কিন্তু বালিকা একটা কথাও বলিল না। সত্যনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?" বালিকা উত্তর করিল, "ইলা"। "তুমি কিরূপে আমার কথা বুঝিলে ?" ইলা তাহার কোন উত্তর করিল না। সত্যনাথ উঠিলেন ; তাঁহার উত্তরীয় খানি মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া ইলার অর্দ্ধনগ্ন দেহ ঢাকিয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

রাজা শান্তসেনা ন্যায়পরায়ণ, অত্যাচারের বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি পরদুঃখে যেমন বিগলিত হইতেন, তেমনি সময় সময় অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। তিনি এক অনাথ বালককে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া প্রতিপালন করিতে-ছিলেন, সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজঅন্তঃপুরবাসিনী কোন এক নিদ্রিতা তরুণীর কক্ষে প্রবেশ করায় তাহাকে তিনি যে শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালে কোন পুলিস কর্ম্মচারীও দিতে পারে না। তাঁহার কোন এক আত্মীয়কে ধন-পদ-সম্পত্তি দিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই আত্মীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক শান্তসেনাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তদবধি রাজার হৃদয় দয়াশূন্য হইয়া আসিয়াছে। আজীবন তিনি ঠকিয়া আসিয়াছেন,—যাহারই তিনি উপকার করিয়াছেন, সেই তাঁহার অপকার কবিয়াছে—স্নেহ প্রীতির প্রতিদানে পাইয়াছেন কৃতঘ্নতা। আজ এক রাজবন্দীর বিচার করিতে বসিয়া তাঁহার তিক্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

এই রাজবন্দী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস, নিবাস রাজ্যের একপ্রান্তে। বর্ত্তমানকালে যে স্থলে দেশবিশ্রুত রঘুনাথজীর মন্দির আছে, তাহারই নিকটে রঘুনাথপুর গ্রামে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের বাস। স্থানটী অতি মনোরম; চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা,

বিরামহীন জলধারা উপত্যকাভূমি প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে—অসংখ্য নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ও লতা চতুর্দ্দিক্ প্রফুল্লময়, গন্ধময়, শোভাময় করিয়া রাখিয়াছে। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রঘুনাথজীর সেবাপূজা করিয়া নিকটে এক কুটীরে বাস করিতেন। তখন মন্দির ক্ষুদ্র ছিল, পরে কোন ধনবান্ ব্যক্তি মুমূর্ষু পুত্রকে রঘুনাথজীর কৃপায় ফিরিয়া পাইয়া বর্ত্তমান্ বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।*

এই অঞ্চলে বহু হিন্দুর বাস, তাহারা নির্ব্বিবাদে চাস আবাদ করিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা নানা ভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করে। উত্যক্ত হইয়া অবশেষে তাহারা মাথা তুলিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইল যে, তাহাদের মণ্ডলপতি রামদাস বন্দী হইয়া রাজ দরবারে বিচারার্থ আনীত হইয়াছেন।

বিচারাসনে বসিয়াছেন রাজা, এক বিশাল ও বিস্তীর্ণ কক্ষে। সিংহাসন সম্মুখে পাত্রমিত্র অনেকেই উপবিষ্ট ; বন্দী একটু দূরে, হর্ম্ম্যতল জনময়। রাজা, বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাদের বড়ই উত্যক্ত করে তুলেছ।"

বন্দী। অস্ত্রহীন পরাধীনের শক্তি কতটুকু ?

রাজা। বলহীন, এমন কি চলচ্ছক্তিহীন শিশুরাও পিতা মাতাকে উত্যক্ত করতে পারে।

---

* করদ রাজ্য নওয়াগড় হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে—পুরী জেলার শেষ প্রান্তে—খুর্দারোড রেল ষ্টেশন হ'তে মোটরে যাওয়া যায়। মন্দির-শিরে স্বর্ণকলস, অভ্যন্তরে স্বর্ণমণ্ডিত ত্রিমূর্ত্তি—রাম সীতা লক্ষ্মণ।

বন্দী। সেখানে যে স্নেহের সম্বন্ধ।

রাজা। আমরা কি তোমাদের ভালবাসি না? পালন করি না?

বন্দী। নিশ্চয় বাস; কৃষিক্ষেত্রের বলদকে চাষা যেমন ভালবাসে, তোমরাও আমাদের তেমনি ভালবাস। লোকে যেমন দুগ্ধের লোভে ছাগীকে পালন করে, তোমরাও আমাদের তেমনি পালন কর। লজ্জা হ'লনা রাজা, ভালবাসার কথা তুল্‌তে?

রাজা। তুমি অন্যায় অভিযোগ করছ বৃদ্ধ—

বন্দী। অন্যায় বলে থাকি ক্ষমা কর; কিন্তু বল দেখি সাত শত বৎসর তোমাদের শাসনাধীনে থেকে আজ আমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছি কেন? ভগবান্ বুদ্ধদেবের পুণ্যফলে তোমরা আজ ভারতের অধীশ্বর। সেই পুণ্যবল তোমরা ক্ষয় করে এনেছ অত্যাচার অনাচারে। উপদ্রুতের অভিসম্পাতে, তাহার আত্ম-পরিজনের দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাদের সুকৃতি ক্ষয় হয়ে এসেছে—

রাজা। তাই বলে কি বিদ্রোহীকে শাসন করব না?

বন্দী। তাকে বিদ্রোহী করলে কে? তোমার অত্যাচার নয় কি?

রাজা। আমি শুনেছি, তুমি হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ—যযাতিকেশরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছ—

বন্দী। আরও কত কি করেছি ও করছি লোকেরা হয়ত তা আজও আবিষ্কার করে উঠতে পারে নি।

রাজা। তোমাদের সকলকে ধরে এনে এমন শাস্তি দেব যে, তোমাদের যযাতি পর্য্যন্ত শান্ত হয়ে যাবে—

বন্দী। তা' পারবে না অবিবেচক রাজা—আগুন জ্বালাবে, দেশব্যাপী আগুন জ্বালাবে—

রাজা। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

বন্দী। বৃদ্ধ, নিরস্ত্র, শতরক্ষীবেষ্টিত বন্দী তোমাকে ভয় দেখাবে ইহা কি সম্ভব? যা' পূর্ব্বে ঘটেছে, ভবিষ্যতে ঘট্‌বে তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

রাজা। তুমি অতি দুর্বিনীত—যাও, এখন কারাগৃহে যাও।

বন্দী। করাগৃহেই যেতে এসেছি, তোমার নিকট বিচার পেতে আসি নি।

৫

একদা নগরপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে কর সত্যনাথ, কোন হিন্দু রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন ?"

সত্য। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, রাজাদের অন্তরের কথা বুঝে উঠা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নাগ। শুনছি, যাযপুর-রাজ সৈন্য সংগ্রহ করছেন—

সত্য। তা' হ'তে পারে।

নাগ। তাঁর গুপ্তচর দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সত্য। খুব সম্ভব।

নগ। যাযপুর-রাজের সহযোগী রামদাসকে বন্দী করে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সত্যনাথ একটু চমকিয়া উঠিলেন বলিয়া নগরপালের মনে হইল। তাঁহার ভুল হইতে পারে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সত্যনাথ, যদি যুদ্ধ বাধে তুমি কোন্ পক্ষে যোগদান করবে ?"

সত্য। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহায়তায় কোন পক্ষেরই লাভালাভ নেই। তবে ইহা স্থির যে, আমি যেখানেই থাকি আপনার দেহ রক্ষা করব।

নগ। তুমি যে অস্ত্র ধরতে জান না—

সত্য। আমি আজকাল একটু শিখেছি।

নগ। বটে! আচ্ছা আমি তোমাকে অসিচালনা শিক্ষা দেব।

এমন সময় একজন পদস্থ সৈনিক আসিয়া নগরপালকে কহিল, "মহারাজের আদেশ অনুসারে দুর্গেশ্বর জানাইতেছেন, নগর মধ্যে অতঃপর কোন হিন্দু বাস করিতে পারিবে না; তাহাদের স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার জন্য দশ দণ্ডমাত্র সময় দিয়াছেন।"

সৈনিক প্রস্থান করিল। নগরপাল নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, বিরসবদন।

সত্যনাথ কহিলেন, "আপনি কাতর হবেন না; আবার দেখা হবে। মনে করবেন, সন্তান বিদেশে কার্য্যোপলক্ষে গেছে।"

নগরপাল। বৌদ্ধ হতে তোমার আপত্তি কি? উভয় ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই; তোমরা পরমাত্মা স্বীকার কর, আমরা তা করি না—

সত্য। আপনাকে পূর্ব্বেই জানায়েছি, বাপ্ পিতামহের সমাজ আমি কোনমতেই ত্যাগ করতে পারব না। আপনি আমাকে বিদায় দিন্—

নগ। তুমি কোথা যাবে?

সত্য। এখনও কিছু স্থির করিনি; বিপ্লবের সময় এ দেশে না থাকাই ভাল।

নগ। এই বিপ্লব, দেশের এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়

মাসের মধ্যে যদি না ঘটে, তা'হলে আমি এ দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে তোমার কাছে চলে যাব। কোথায় তুমি থাক্‌বে?

সত্য। তাহা এখনও স্থির করিনি—আপনাকে যথাকালে সংবাদ দেব।

মায়ের নিকট হইতে বিদায় লওয়া সত্যনাথের পক্ষে বড়ই কঠিন হইল। দশ দণ্ডের পাঁচ দণ্ড সেইখানেই কাটিয়া গেল। নগরপাল সত্যনাথকে উদ্ধার না করিলে দশ দণ্ড সেইখানেই কাটিয়া যাইত। নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইয়া আঁখিজলে সিক্ত করিয়া সত্যনাথ নগর ত্যাগ করিলেন।

নগর ত্যাগ করিয়া বরাবর তিনি চলিলেন মজু পাহাড়ে। ইলা তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ইলা চঞ্চল চরণে উপর হইতে নামিয়া আসিল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সত্যনাথ তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া উপরে আসিলেন। ইঙ্গিতে ইসারায় তিনি ইমারাকে বুঝাইলেন তিনি এক্ষণে কিছুদিন সেই পাহাড়ে বাস করিবেন। ইমারা নিজের কুটীরে সত্যনাথকে আশ্রয় দিয়া অপর একখানি ঘর তুলিতে ব্যস্ত হইল। পাহাড়িয়ারা সকলে আসিয়া উৎসাহের সহিত সাহায্য করিতে লাগিল। একদিনের মধ্যে সত্যনাথের ঘর উঠিয়া গেল। ঘরখানি সাধারণ কুটীর অপেক্ষা কিছু ভাল ও বড় হইল। তাঁহার সঙ্গে কিছু বস্ত্র ও অস্ত্র ছিল। তিনি তৎসমুদায় নিজের ঘরে গুছাইয়া লম্বা ঘাস কাটিয়া আনিতে সমীপস্থ উপত্যকায় লোক পাঠাইলেন। এই ঘাস, উলুখড়ের ন্যায়

দেখিতে হইলেও অপেক্ষাকৃত কোমল। প্রস্তরাসনের উপর ঘাস বিছাইয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিলেন এবং উত্তম কোমল শয্যা রচিত হইলে তিনি তদুপরি আনন্দে শয়ন করিলেন।

এই ঘরেই সত্যনাথের দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। দিবসে তিনি পাহাড়ের উপর হইতে বড় একটা নামিতেন না। ইলাকে লেখাপড়া শিখাইতেন, অস্ত্র শিক্ষা দিতেন; নিজে তাহার নিকট পার্ব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। তারপর গভীর নিশিতে দুর্গের সান্নিধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন কোন দিন ইলা তাঁহার সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ হস্তে যাইত। শিকার অন্বেষণে, ফল আহরণে, এমন কি দিবসের অধিকাংশ সময় উভয়ে একত্র ঘুরিত ফিরিত। সকল কাজে ইলা তাঁহার সঙ্গিনী, সাহায্যকারিণী। একদিন তিনি ইলাকে কহিলেন, "দেখ ইলা, আমি তোমাদের ভাষা কেমন বল্‌তে শিখেছি—সব কথা বুঝতে পারি।"

ইলা। আমিও ত তোর—আপনার ভাষা বলতে পারি—কিছু কিছু লিখ্‌তেও পারি।

সত্য। কিন্তু অস্ত্র চালাতে ত শিখ্‌তে পার নি—

ইলা। ক্রমে শিখব; এখন তীরধনুকে আমার সমান এই পাহাড়ে নেই—হরিণ ছুটে গেলেও মারতে পারি। তবে অস্ত্র—

সত্য। আমি যে এখানে আর থাকছি না ইলা, কে তোমাকে অস্ত্রচালনা শেখাবে?

ইলার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। কহিল, "তুমি কোথা

যাবে? দেশে? নিজের ঘরে? এখানে তবে কি করতে এসেছিলে?

সত্য। এসেছিলাম যা করতে তার কিছুই করতে পারলাম না।

ইলা। কি করতে বল না—

সত্য। সে কথা বল্‌বার নয়—স্ত্রীকেও নয়।

ইলা। আমি ত তোমার স্ত্রী।

সত্য। (সহাস্তে) আমি যে হিন্দু, ইলা—

ইলা। আমিও ত হিন্দু হয়েছি; তোমার বুকে উঠে, তোমার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে আমিও ত হিন্দু হয়েছি। যে দিন তোমার মাথার কাপড় আমার গায়ে জড়াইয়া দিলে, সেই দিন আমি তোমার দাসী হয়েছি। স্ত্রীকে, দাসীকে ছেড়ে কোথায় যাবে প্রভু?

সত্য। ইলা, তুমি কি বল্‌ছ বুঝতে পারছ না। আমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হবে, সমাজ ত্যাগ করতে হবে, পদ মান সব ত্যাগ করতে হবে—

ইলা। আমি তোমাকে কিছুই ত্যাগ করতে বলছি না প্রভু। আমি শুধু বলতে চাই, তুমি ছাড়া আমার আর পুরুষ নেই, প্রভু নেই, দেওতা নেই। তুমি আমার স্বামী, প্রভু, দেবতা। ইচ্ছা হয় সঙ্গে লও, নয় পায়ে দলে' মেরে যাও—

বলিতে বলিতে ইলা কাঁদিয়া ফেলিল। সত্যনাথ তাহাকে অনেক আদর করিলেন, সান্ত্বনা দিলেন। বালিকা একটু সুস্থ

হইয়া কহিল, “বল, তুমি কোন্ কাজের জন্যে এখানে এসেছিলে? আমি প্রাণ দিয়েও সে কাজ করতে চেষ্টা করব।”

সত্য। বড় কঠিন কাজ, তুমি পারবে না।

ইলা। দাসী তার প্রভুর জন্যে সব করতে পারে।

সত্য। আমি দণ্ড দুইয়ের মত দুর্গমধ্যে যেতে চাই—তুমি নিয়ে যেতে পার?

ইলা আকাশপানে নয়ন ফিরাইয়া দীর্ঘকাল কি চিন্তা করিল, অবশেষে কহিল, “পারি—তুমি তিন দিন অপেক্ষা কর।”

সত্যনাথ বিস্মিতনয়নে ইলার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ইদানীং সত্যনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইলা বয়সে বালিকা হইলেও তাহার চিত্তের বল ও দৃঢ়তা, বুদ্ধি ও শক্তি অনন্যসাধারণ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছেন অস্ত্র ও ভাষা শিক্ষায়। সত্যনাথ উপহাস না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমাকে কিরূপে দুর্গের ভিতর নিয়ে যাবে?”

“পরে তা জান্‌বে—তোমার কোন চিন্তা নেই।” বলিয়া ইলা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ।

৬

অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ নাই আকাশে, কিন্তু জ্যোতিষ্ক অনেক। দুর্গের অদূরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া লাগিল। ইহাকে নৌকা বলা যায় না,—কয়েকখানি হাল্‌কা কাঠ তন্তু দিয়া একত্র বাঁধা। ইলা অনন্যসাহায্যে ইহা গড়িয়াছে; গড়িতে তাহার দুই তিন দিন লাগিয়াছে। তারপর রজ্জু সংগ্রহ; বৃক্ষলতা হইতে রজ্জু—পাট বা শোণ অপেক্ষা শক্ত। নৌকা কূলে লাগিলে ইলা, সত্যনাথের হাত ধরিয়া ডাঙ্গায় নামিল। তাহার কোমরে দড়ি জড়ান ছিল; হাতে ধনুক, পৃষ্ঠে তূণ বা শরাধার। সত্য-নাথের কটিতে খড়্গ, স্কন্ধে ধনুর্ব্বাণ। উভয়ে নৌকাখানি তীরস্থ বৃক্ষতলে অন্ধকার মধ্যে উঠাইয়া রাখিল। কি জানি যদি কেহ দেখিতে পায়। নৌকা লুকাইয়া রাখিয়া তাহারা অতি সাবধানে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। দুর্গপাদমূলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জনৈক প্রহরী হাঁকিল, কে যায়? ইলা উত্তর দিল শরমুখে। প্রহরী পড়িয়া গেল, সত্যনাথ প্রহরীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, তাহার আঁখি বিদ্ধ হইয়াছে। সত্যনাথ চুপি চুপি কহিলেন, "ইলা, তোমার লক্ষ্যবেধ চমৎকার।" ইলা কহিল, "আমার গুরু কে?"

বলিয়া সে দুর্গপ্রাচীর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। যে স্থানটায় প্রাচীর বেঁকিয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে, সেই স্থানটা তাহার

পছন্দ হইল। সত্যনাথকে কহিল, "আমি উপরে উঠে গিয়ে দড়িটা যখন নাড়া দেব, তখন তুমি উঠ্‌বে; কিন্তু পার্‌বে কি?"

"দড়ি ছিঁড়বে না ত?"

"ছিঁড়বে না, সে ভরসা আছে।" ইলা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা দিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। তাহার কৌশল দৃষ্টে সত্যনাথ বিস্মিত হইলেন; তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে ইলা পদস্খলিত হয়—তিনি বাহুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে প্রাচীরতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে ইঙ্গিত আসিল। তখন সত্যনাথ রজ্জু অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। ইলার কৌশল ও ক্ষিপ্রতা তাঁহার ছিল না, সুতরাং উঠিতে বিলম্ব হইল। প্রাচীর-শীর্ষে উঠিয়া দুর্গ-প্রাঙ্গণে নামিবার পথ অন্বেষণ করিতে হইল। নামিতে গিয়া সত্যনাথ দুর্গ-প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। শব্দ শুনিয়া দুইজন প্রহরী ছুটিয়া আসিল। সত্যনাথ তখনও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই; তাঁহার জীবন বিপন্ন। ইলার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে ভূপৃষ্ঠে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুইজন প্রহরীকে শরাঘাতে ভূশায়ী করিল। এক ব্যক্তি মরে নাই, ইলা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তাহারই কৃপাণ দ্বারা নিহত করিল। সত্যনাথ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি ইলাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে মুখচুম্বন করিলেন। এই প্রথম চুম্বন; ইলার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল—আশাতীত পুরস্কার।

সত্যনাথ জনৈক প্রহরীর বেশভূষা ক্ষিপ্রহস্তে পরিধান করিয়া

লইয়া ইলাকে কহিলেন, তুমি এই স্থানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। বলিয়া তিনি দ্রুতপদে দুর্গের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুইদিক্ ঘুরিয়া দুর্গের শক্তি ও দুর্ব্বলতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেখানে ইলাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, ইলা সেখানে নাই! বিস্মিতনয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, ইলা তাঁহার পশ্চাতে। ইলা কাছে আসিয়া কহিল, "আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করবে—আমি তোমার পিছনে পিছনে গিয়েছিলাম।" তখন বাদানুবাদের সময় নাই; উভয়ে ঝটিতি প্রাচীর-শীর্ষে উঠিলেন এবং রজ্জুর সাহায্যে নীচে নামিয়া আসিয়া রজ্জু কাটিয়া দিলেন। প্রহরীর মৃতদেহ নদীজলে ভাসাইয়া দিলেন। অতঃপর বৃক্ষাশ্রয় হইতে নৌকা বহিয়া জলে নামাইলেন এবং ঝটিতি অপর পারে পৌঁছিয়া নৌকা ও প্রহরীর সজ্জা জলতলে ডুবাইয়া দিলেন। বালিকার তূণে যে কয়টা অবশিষ্ট তীর ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া সত্যনাথ নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন।

পথ চলিতে চলিতে ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভেঙ্গে ফেলে দিলে কেন?"

সত্য। পরে বুঝিবে।

পাহাড়-পাদদেশে আসিয়া সত্যনাথ কহিলেন, "এইবার ইলা বিদাও দেও।"

ইলা। আজ রাতটুকু পাহাড়ে থেকে গেলে ভাল হ'ত।

সত্য। তা'হলে কাল সকালে ধরা পড়ব।

ইলা। তুমি এতটা পথ হেঁটে যেতে যেতেই ত ধরা পড়তে পার ?

সত্য। পথের মাঝে কোন কোন স্থানে আমার জন্যে ঘোড়া অপেক্ষা করছে—এই কয় মাস আমার লোকেরা আমার অপেক্ষায় আছে। নিকটেই একটা ঘোড়া পাব। কাল তাকে প্রস্তুত থাক্‌তে বলে এসেছি।

ইলা। তোমার এত লোক ! তুমি কে ?

সত্য। আমি ইলার সত্‌নাথ, ইলার পুরুষ, ইলার স্বামী। এখন এই পর্য্যন্ত জেনে রেখো।

ইলা। আবার কবে দেখা পাব ?

সত্য। ঠিক বলতে পারি না ; আগে লোক পাঠিয়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

ইলা সত্যনাথের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, সত্যনাথ তাহার মুখচুম্বন করিয়া বিহ্বলা বালিকার নিকট বিদায় লইলেন।

৭

পরদিন নগর ও দুর্গমধ্যে মহা চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইল। কোন প্রহরী, আততায়ীর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। নিহত প্রহরীদের দেহ হইতে শর উঠাইয়া লইয়া তাহা পরীক্ষিত হইল, নগর মধ্যে যে কয়েক জন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভৃত্য উপেক্ষিত অবস্থায় তখনও বাস করিতেছিল, তাহাদের ধরিয়া আনিয়া নগররক্ষক কারাবদ্ধ করিলেন। প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। দূর-দূরান্তরে আততায়ীর সন্ধানে লোক ছুটিল। পাহাড় জঙ্গল নদী লোকালয়ে তল্লাস চলিল। বিন্দুমাত্র সন্দেহ যাহার উপর হইল, সেই কারাগৃহে নীত হইল। অবশেষে মঞ্জু পাহাড় ও অন্যান্য পাহাড়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। মঞ্জু পাহাড়ের প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষিত হইল। যে কুটীরখানিতে সত্যনাথ বাস করিতেন, সেই ঘরখানি দেখিবামাত্র অনুসন্ধানকারীর কেমন একটা সন্দেহ হইল। ইলার পরিধানে মৃগচর্ম্মের পরিবর্ত্তে বস্ত্র দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ আরও বাড়িল —ইমারা ও তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সত্যনাথের ভক্ত প্রতিবেশীরা কর্ম্মচারীর আগমনে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল ; ইমারা ইচ্ছা করিয়াই পালায় নাই। কাজেই সে ধরা পড়িল। কর্ম্মচারী, ইমারা ও তাহার

কন্যাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল এবং নগরপালের সম্মুখে তাহাদের দাঁড় করাইয়া কহিল, "এদের ঘরে একজন সভ্য মানুষ বাস করত, কিন্তু এরা কিছুতেই তা' স্বীকার করছে না।"

নগররক্ষক ইলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এ কাপড় কোথা পেলি ?"

ইলা। একটা লোক আমাকে দিয়েছিল।

নগ। সে হিন্দু, না বৌদ্ধ ?

ই। তা' আমি বলতে পারব না।

ন। কোথা তার দেখা পেলি ?

ই। আমাদের পাহাড়ে একদিন সে বেড়াতে এসেছিল।

ন। কতদিন আগে ?

ই। বিশ পঞ্চাশ দিন হ'তে পারে।

ন। তার নাম জানিস্ ?

ই। নাম ত আমাকে কয় নি।

ন। দেখতে কেমন ? বয়স কত ?

ই। খুব ভাল ; আমার চেয়ে বড়।

ন। কাপড়টা সে কি ঘর হ'তে এনে দিয়েছিল ?

ই। না, মাথা হ'তে খুলে দিয়েছিল।

ন। তোকে কেন দিয়েছিল ?

ই। ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার গায়ে যা' কিছু ছিল, সব খসে পড়ে গিয়েছিল। তাই—

ন। ভাল্লুক তোকে খায় নি ?

ই। খেতে এয়েছিল,—পারলে না—ঐ লোকটা এসে ভালুকটাকে মেরে ফেল্‌লে।

ন। তার হাতে তীর ধনুক ছিল?

ই। কিচ্ছু ছিল না; একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে ভালুকটার মাথা গুঁড়া করে ফেল্‌লে।

ন। তুই সে গাছ দেখাতে পারিস্?

ই। নিশ্চয় পারি—এখনি চল।

ধর্ম্মপাল স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সত্যনাথ। এ চিত্তজয়ী বলবান্ ব্যক্তি, সত্যনাথ ব্যতীত আর কেহ নয়। বালিকাকে ছাড়িয়া ধর্ম্মপাল তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। মেয়ে যাহা বলিয়াছিল বাপও তাই বলিল। অবশেষে তাহাদের তীর ধনু পরীক্ষিত হইল। যে শরে দুর্গ-প্রহরী নিহত হইয়াছিল,সে শরের অনুরূপ কোন শর নয়। ইলা বুঝিল, সত্যনাথ কেন তাহার শরগুলি ভাঙ্গিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নগরপাল চলিলেন, নদী পার হইয়া পাহাড়ের দিকে। সঙ্গে চলিল ইলা প্রভৃতি। যে কুটীরে সত্যনাথ থাকিতেন, সে কুটীরের ভিতর বাহির দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, এখানে কোন হিন্দূ থাকিত। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, কোন এক আর্য্যকে ইলার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যাইত। ভগ্ন বৃক্ষশাখাও দেখিলেন; দেখিয়া বুঝিলেন, এবম্প্রকার স্থূল শাখা ভাঙ্গিবার শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। তাহাকে ধরিতে নগরপাল বহু অশ্বারোহী পাঠাইয়া ভগবান্

তথাগতের চরণে প্রার্থনা করিলেন, সত্যনাথ যেন নির্ব্বিঘ্নে তাহার গৃহে পৌছিতে পারে। ইলা ও তাহার পিতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল।

মারুতি দেবী নিভৃতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যনাথকে নিয়ে তুমি কি করবে?"

স্বা। কারাগারে বন্দী করব।

স্ত্রী। তারপর?

স্বা। তারপর আবার কি?—বিচারে যা' হয়।

স্ত্রী। বিচারে কি হ'তে পারে?

স্বা। চরম দণ্ড।

স্ত্রী। মৃত্যু দণ্ড তুমি দিতে পারবে? যদি আমার গর্ভজাত সন্তান অনুরূপ অপরাধ করতো, তাহলে তার প্রতি তুমি কি দণ্ড দিতে?

স্বা। তার প্রতিও মৃত্যুদণ্ড দিতাম; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচার-কার্য্য আমাদ্বারা সম্পন্ন হবে না—

স্ত্রী। কে বিচার করবেন?

স্বা। মহারাজ স্বয়ং—অপরাধ অতি গুরুতর।

স্ত্রী। তোমার কি মনে হয় সত্যনাথ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছিল?

স্বা। আমার বিশ্বাস তাই।

স্ত্রী। বিনা সাহায্যে কিরূপে উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করে' সে ভিতরে এল?

স্বা। তাহাই রহস্য। দুর্গেশ্বর সন্দেহ করছেন দুর্গ মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি লুক্কায়িত আছে, যে সত্যনাথকে সাহায্য করেছিল। রামদাসকে তিনি সন্দেহ করেছিলেন ; কিন্তু তাহার নিঃসহায় অবস্থা দৃষ্টে সে সন্দেহ নির্ম্মূল হয়েছে। এখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গবাসীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছেন।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব। কোথাও কোন শব্দ নাই—সুমিত্রা নিদ্রিত—প্রহরীর পদশব্দ মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছিল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইলা ও তার বাপকেও কি চরম দণ্ড দেবে ?"

স্বা। বিচারে অন্য দণ্ড নাই।

স্ত্রী। স্বীকার করে নিলাম, ইলা ও তার বাপ, সত্যনাথকে আশ্রয় দিয়েছিল ; কিন্তু তাদের অপরাধ কি ? তারা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছিল, এই কি তাদের অপরাধ ? তুমি আমার ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে বলেই ত সে নিরাশ্রয় হয়েছিল—

স্বা। রাজনীতি তুমি কি বুঝবে মারুতি !

স্ত্রী। চুলোয় যাক্ এমন রাজনীতি যে নীতি নিরপরাধ পুত্রকে, সরল বিশ্বাসী আশ্রয়দাতাকে যূপকাষ্ঠে বলি দেয় ! এই কি তথাগতের অহিংসা ধর্ম্ম ? হিংসা, অবিচার, অধর্ম্ম যখন রাজধর্ম্ম হয়েছে, তখন এ রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি তোমাকে বলে রাখছি যদি সত্যনাথ ধরা পড়ে, আমি তাকে অন্তঃপুর মধ্যে লুকিয়ে রাখব, আর যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের আমি পুরস্কৃত করব।

স্বা। তুমি কি মনে কর মারুতি, সত্যনাথের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না? কি করে বুঝাব সে আমার কে! শত সুমিত্রাও বুঝি তার সমান নয়। চরম দণ্ডে সে দণ্ডিত হলে মৃত্যু আমারই হবে। স্বর্গ হতে দেবশিশুর ন্যায় এসে সে আমারই সর্ব্বনাশ করে গেল!

উভয়ের হৃদয় ভাবে পূর্ণ; ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়নপথে গড়াইয়া পড়িল। একটু শান্ত হইয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "ধরা পড়বেই সে, এ বিশাল রাজ্য অতিক্রম করতে পারে নি।"

স্ত্রী। যাতে সে ধরা না পড়ে তাই করলে না কেন?

স্বা। বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না, মারুতি—আমার ধর্ম্ম বড়, কর্ত্তব্য বড়—

স্ত্রী। এ দাসত্বশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে, আমরা কোন দূর দেশে চলে যাই আমাদের ছেলেকে নিয়ে—

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, দুর্গেশ্বর, নগরপালকে স্মরণ করিয়াছেন।

৮

কারাগৃহে ইলা তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি ভাবছ কি ?"

"ভাবছি মা, দেওজীর (দেব-জী) কথা।"

"সচ্‌নাথের কথা কি ভাবছ ?"

"যদি সে ধরা পড়ে—"

"সে ভয় নেই তোমার, সে ঘোড়ায় চড়ে' গেছে, পথের ধারে তার জন্যে অনেক ঘোড়া অপেক্ষা করছে।"

ইঁহারা সুদূর আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। কন্যা একটু তেজের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভাবছ বাবা, সচ্‌নাথ মজু পাহাড়ে না এলেই ভাল ছিল ?"

পিতা। তুই এ কথা বলছিস কেন ?

কন্যা। তা'হ'লে তোমাকে আজ এখানে আসতে হ'ত না।

পিতা। আর কেউ এ কথা আমাকে বললে আমি তার মুখে লাথি মারতাম—

কন্যা। তার জন্যে তোমাকে আজ এখানে আসতে হ'য়েছে বলে তা'হলে তোমার কোন দুঃখ নেই ?

পিতা। তুই একটা বোকা মেয়ে।—তার জন্যে যদি আমার মাথাটা আজ দিতে হ'ত, তাহ'লে আমার সুখ বই দুঃখ হ'ত না। এটা তুই আজও বুঝতে পারিসনে বোকা মেয়ে ?

কন্যা মুগ্ধ হইয়া পিতার কণ্ঠলগ্ন হইল এবং নীরবে তাহাকে আদর করিয়া কহিল, "আমার বড় আনন্দ হ'ল বাবা, তোমার কথা শুনে ; মনে করেছিলাম না জানি তুমি কতই তার উপর বিরক্ত হয়েছ।"

পিতা। সে কি আমার নয় ? না, আমি তার নই ?

কন্যা। চল বাবা, এখানে আর নয়—পালিয়ে চল—সচ্‌নাথের কাছে চল।

পিতা। রাজার এ বন্দীখানা থেকে কি করে পালাব রে—

কন্যা। ইঁদুরের মত দেয়াল কেটে পালাব।

পিতা। পালালে আবার ধরে' আন্‌বে—

কন্যা। আমরা দেওজীর কাছে যাব, সেখান হ'তে আমাদের কেউ ধরে' আন্‌তে পারবে না।

পিতা। দেউজী একা কি করবে ?

কন্যা। সে একা নয় বাবা, তার অনেক লোক আছে।

পিতা। যতই লোক থাকুক, রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে সে কি করবে ?

কন্যা। সে-ও যে একটা দেশের রাজা।

পিতা। রাজা! তুই বলিস কি ? তবেই সে তোকে বিয়ে করেছে! রাজা! সত্যিকারের রাজা!

কন্যা। তুমি তাকে চেন না বাবা ; সে মানুষের মধ্যে রাজা, দেওতার মধ্যে ইন্‌দর—

সহসা কারাদ্বার খুলিয়া গেল—মারুতি দেবী পরিচারিকা

সহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "তোমরা কার কথা বলাবলি করছ? কে দেবতার মধ্যে ইন্দ্র?"

ইলা। সে একটা মানুষ আছে।

মারু। তার নাম কি সত্যনাথ?

ইলা। তুমি কে মা?

মারু। আমি সত্যনাথের মা।

ইলা। তবে তুমি আমারও মা—

বলিয়া ইলা মারুতির চরণবন্দনা করিল। মারুতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অনার্য্য, সে হিন্দু—"

ইলা। আমি তাঁর দাসী—দেওতাকে ভক্তি করবার সকলেরই অধিকার আছে।

মারু। বটে! তুমি মরেছ? তোমারই বা অপরাধ কি, তাকে ভাল না বেসে কেউ যে থাক্‌তে পারে না। দুর্দ্দান্ত নগরপালকেই সে অভিভূত করেছে।

ইলা। বুঝেছি তুমি কে মা, তুমি নগরপালের রাণী—আমাদের প্রণাম লও।

মারু। আমি তোদের কাছে এসেছি আমার ছেলের খবর নিতে। সে এখনও ধরা পড়ে নি; তোরা জানিস্ সে কোথা আছে?

ইলা। কি করে বল্‌ব মা? আমরা ত এখানে—

মারু। তুই তার খবর এনে দিতে পারিস্?

ইলা। পারি—বোধহয় পারি।

মারু। তাকে আমার কাছে আন্‌তে পারিস্‌?

ইলা। তিনি আসবেন কিনা জানি না—তাঁর দেখা পাব কিনা, তা'ও ঠিক বল্‌তে পারি না।

মারুতি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কাল তোদের আমি ছেড়ে দেব, এমনি সময়ে আসব—ঘাটে নৌকা থাক্‌বে—সাঙ্কেতিক কথা 'তথাগত'—স্মরণ রাখবি। তার সংবাদ পেলেই ফিরে আসবি আমার বাড়ীতে। যাকে সাঙ্কেতিক কথা বলবি, সেই তোকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

৯

সত্যনাথ পলাইতে পারিলেন না—ধরা পড়িলেন—রাজ্য-প্রান্তে মহানদী-তীরে তিনি ধরা পড়িলেন। শত শত সৈনিক তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিত না, যদি তিনি নদী-তীরে বিলম্ব না করিতেন। যে সময় তিনি ধৃত হ'ন, সে সময় তিনি নদীকূল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, স্থানে স্থানে নদী অতি প্রশস্ত; অশ্ব ও সৈন্য লইয়া প্রশস্ত নদী পার হওয়া কঠিন; বিশেষ কঠিন হয়, যদি অপর কূল হইতে শত্রুসৈন্য বাধা দেয়। কূল বহিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, এক স্থানে পাহাড়মূলে নদী সঙ্কীর্ণ; দুই কূল প্রস্তরময়। এই স্থানটা অতি নির্জ্জন, সাধারণ পারাপারের ঘাট হইতে অনেকটা দূরে। অশ্বারোহী সৈন্যের পারাপারের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া সত্যনাথ মনে করিলেন। তন্ময়চিত্তে সত্যনাথ ইহা পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় তিনি পশ্চাৎ হইতে ধৃত হইলেন,—তরবারি টানিবারও অবসর পাইলেন না; তথাপি পদাঘাতে দুই চারি ব্যক্তিকে ধরাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

ধৃত হইয়া সত্যনাথ, নগরপালের সম্মুখে নীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ধর্ম্মপাল চমকিয়া উঠিলেন। বদ্ধহস্ত সত্যনাথ শির নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মপাল

নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। অধোবদনে তিনি বসিয়া রহিলেন। মারুতি দেবী কন্যা প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন; সত্যনাথের বদ্ধাবস্থা দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল,—তিনি অগ্রসর হইয়া সত্যনাথকে বন্ধনমুক্ত করিলেন—প্রহরী সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সত্যনাথ মারুতির চরণ বন্দনা করিলেন। কাহারও কোন কথা বলিবার শক্তি ছিল না। নগরপাল সহসা রুদ্রকণ্ঠে, প্রহরীর পানে ফিরিয়া কহিলেন, "এখানে এনেছিস কেন?"

প্রহরীর ভয় হইল; আশা করিয়াছিল পুরস্কার, পাইল তিরস্কার। এক ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা নিয়ে যাব ধর্ম্মাধিপ্?"

"দুর্গে—এখানে নয়—এখানে সাধারণ বন্দীর স্থান—যা'—নিয়ে যা—"

"ধর্ম্মাধিপের আদেশপত্র না দেখালে—"

"আদেশপত্র? লিখে দিচ্ছি—হ্যাঁ, নাম কি? সত্যনাথ—যাও—নিয়ে যাও—দাঁড়াও—এখানে নয়, দুর্গে—যাও—দাঁড়িয়ে কেন? দাঁড়াও—কারাধ্যক্ষকে বলবে মহারাজকে সংবাদ দিতে—তিনি বিচার করবেন—আর কেউ নয়—বুঝেছ? যাও।"

প্রহরী হাত বাঁধিতে উদ্যত হইলে নগররক্ষক ধমক দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দেহে কেহ হাত দেবে না—ভয় নেই, বন্দী পালাবে না, তোমাদের মারবেও না।"

প্রহরী-বেষ্টিত সত্যনাথ দুর্গাভিমুখে চলিলেন। সুমিত্রা

কাঁদিতে লাগিল। কন্যার হাত ধরিয়া মারুতি অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপাল একই স্থানে বসিয়া রহিলেন; দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া গেল; সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; ভৃত্য, কক্ষ দীপালোকিত করিল, কিন্তু ধর্ম্মপাল একই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

মারুতি দেবী তাঁহার এক ভৃত্যকে পাঠাইলেন ইলার সন্ধানে। সে এখন মুক্ত হইয়া পিতার সঙ্গে গোপনে বাস করিতেছে মারুতির পিত্রালয়ে। সে আসিলে মারুতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছ ইলা, কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে?"

"একটু আগে শুনেছি মা, দেওজী ধরা পড়েছেন।"

"তাকে এখন উদ্ধার করতে হবে।"

"বলে দেও মা, কি করতে হবে, আমি বুদ্ধিশূন্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছি।"

"এখন এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—তোমার উপর তোমার দেওজীর জীবন-মরণ নির্ভর করছে, এই মনে করে কাজ কর।"

"আমা হ'তে কি হ'তে পারে মা? আমি যে এখনও বন্দী —দিনরাত লুকিয়ে থাক্‌তে হয়, তোমার বাপ আমাকে এক দণ্ডও ছেড়ে দেয় না।"

"কাল তোমরা মুক্তির আদেশ পাবে। সত্য—সত্যনাথ যখন ধরা পড়েছে, তখন আর তোমাদের ধরে' রাখবার দরকার নেই।"

"দেখি মা কি করতে পারি—"

ইলাকে বিদায় দিয়া মারুতি আসিলেন স্বামীর নিকট, ধর্ম্মপাল মাথা না তুলিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে দিন কি বল্‌ছিলে না ?"

"অনেক কথাই ত বলেছি।"

"দূর দেশে কোথাও চলে যাবার কথা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাক্‌রি ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে কোথাও যাবার কথা।"

"কিন্তু—কিন্তু এখন তাকে পাব কোথা মারুতি ?"

"আদেশ পাঠাও, এখনি সে আসবে।"

"চাকরি থাকতে তা পারব না, মারুতি।"

"চাক্‌রি ছেড়ে দেবার পর তোমার হুকুমে ত কারাদ্বার খুল্‌বে না।"

"উপায় সেই মারুতি, উপায় নেই—বিশ্বাসঘাতকতা আমা হতে হবে না।"

"একদিকে ছেলের ছিন্ন মুণ্ড অপর দিকে বিশ্বাসঘাতকতা ; কোন্‌টা তুমি শ্রেয় জ্ঞান করলে ?"

"ধর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।"

"ধর্ম্ম রসাতলে যাক্‌, আগে আমার ছেলেকে চাই।"

বলিয়া তিনি রোষভরে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

১০

ধরা পড়বার দুই তিন দিন পরে সত্যনাথের বিচার। বিচারক রাজা শান্তসেনা। বিচার-গৃহে তিনি বসেন নাই, সাধারণ একটা ঘরে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন। হয়ত ভরিয়াছিলেন, বন্দী-প্রমুখাৎ অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইবে। কয়েক জন প্রহরী ব্যতীত কক্ষে অপর কেহ ছিল না। রাজা বন্দীর আপাদ-মস্তক উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রহরীদের বিদায় দিতে পারি ?"

সত্যনাথ বিস্মিত হইয়া রাজার মুখপ্রতি চাহিলেন ; অতঃপর শির নত করিয়া সসম্মানে কহিলেন, "পারেন।"

প্রহরীরা বিদায় হইয়া বাহিরের দিকে দ্বারপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার হস্ত মুক্ত রাখ্‌তে পারি ?"

"পারেন।"

"বস্ত্র মধ্যে কোন অস্ত্র আছে ?"

"না—ছিল, কারাধ্যক্ষ কেড়ে নিয়েছে।"

"সত্যকথা বলিবে ?"

"সত্য বলিব—আমার সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা আমি সত্য বলিব।"

"তোমার প্রকৃত নাম কি ?"

"সত্যনাথ ; সর্ব্বত্রই সত্যনাথ।"

"নিবাস ?"

"স্থির নাই, ঘুরে বেড়াই।"

"তোমার জন্ম কি অযোধ্যার কোন রাজবংশে ?"

"না—অযোধ্যাতেই আমার জন্ম নয়।"

"রাজা যযাতি কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?

"আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।"

"কেন এসেছ ?"

"পাহাড় জঙ্গল দেখ্‌তে, দেশ ভ্রমণ করতে।"

"পত্রাদিতে দেখছি তুমি মজু পাহাড়ে এক কোলের গৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলে, সত্য ?"

"সত্য ; নগরপাল তাড়িয়ে দিলে আমি তথায় আশ্রয় লই।"

"নগরপালের গৃহে তুমি কতদিন ছিলে ? কি করতে ?"

"তাঁর শরীর রক্ষীরূপে অনেক দিন ছিলাম।"

রাজা তখন নগরপালকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। পুনরায় রাজা জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

রাজা। মজু পাহাড়ে কতদিন ছিলে ?

সত্য। অনেকদিন—দুই মাসের উপর হতে পারে।

রাজা। কেন, এতদিন ছিলে ?

সত্য। পাহাড় জঙ্গল আমাকে বেঁধে রেখেছিল—তাদের মায়া আমি কাটাতে পারি নি। তা' ছাড়া—

রাজা। তা ছাড়া কি ?

সত্য। তা' ছাড়া একটী কোলের মেয়েকে ছেড়ে যেতে আমার মন উঠছিল না।

রাজা। কোলের মেয়ে! ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!

সত্য। মহারাজ, নীচের যোগ্য বধূ নীচই হয়ে থাকে।

রাজা। তুমি আমাদের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

সত্য। এ কথার উত্তর আমি নগরপালকে একদিন দিয়েছি; যে ধর্ম্মত্যাগী সে কোল অপেক্ষাও নীচ।

রাজা। তুমি আমাদের দুর্গে প্রবেশ করেছ?

সত্য। মহারাজের এই রাজবাটী ও কারাগার দুর্গমধ্যেই অবস্থিত বলে শুনেছি।

রাজা। দুর্গের কোন প্রহরীকে তুমি সংহার করেছ?

সত্য। মহারাজ, প্রহরী দূরে থাক্, আপনার রাজ্যমধ্যে অবস্থান কালে, এমন কি আমার দীর্ঘ জীবনে কখন কোন মানুষকে আমি হত্যা করিনি। নগরপালের যে কয়েকজন সৈন্য আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে, তাদেরও আমি পদাঘাত ছাড়া হত্যা করিনি—আমার অস্ত্রের অভাবও ঘটেনি। না, না মহারাজ, আমি মিথ্যা বলেছি—মানুষ হত্যা করেছি—একদিন নগরপালকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষ মেরেছি—

রাজা। সে কি রকম?

সত্যনাথ তখন আদ্যন্ত ঘটনা বলিলেন। রাজা চিন্তামগ্ন হইলেন; একখানি আসন দেখাইয়া দিয়া সত্যনাথকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন। সত্যনাথ, রাজাকে নতি জানাইয়া আসনে

উপবেশন করিলেন। রাজা কহিলেন, "সত্যনাথ, জানি না কেন, তোমার সকল কথায় আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। তুমি হীনবংশোদ্ভব নও—তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ করতে বলি না ; কিন্তু একটী আমার প্রার্থনা—"

"প্রার্থনা মহারাজ ! বন্দীর নিকট প্রার্থনা !!"

"হ্যাঁ সত্যনাথ, প্রার্থনা। তুমি আমার শরীররক্ষী পদ গ্রহণ করবে ?"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ, দাসত্ব আর গ্রহণ করব না। বিনাদোষে নগরপাল আমাকে বিতাড়িত করে উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আর না—"

এমন সময় নগররক্ষক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সত্যনাথকে রাজার সন্নিকটে আসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া নগরপাল বিস্মিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্যনাথ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নতি জানাইলেন।

রাজা নগরপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ব্যক্তিকে জান ?"

নগ। জানি মহারাজ, ইহার নাম সত্যনাথ—আমার নিকটে কয়েক মাস শরীররক্ষীরূপে ছিল।

রাজা। ইহাকে সন্দেহ করবার কখন কোন হেতু ঘটেছিল ?

নগ। কখনও না। আমি বহুপ্রকারে পরীক্ষা করে দেখিছি কখন কোনও ত্রুটি পাই নি। অধিকন্তু যা দেখিছি তাতে মনে হয়, এ ব্যক্তি অসাধারণ—

রাজা। নগর প্রান্তে দস্যু কর্ত্তৃক কখন তুমি আক্রান্ত হয়েছিলে ?

নগ। হয়েছিলাম মহারাজ; সত্যনাথ সে যাত্রা আমার জীবন, রাজ্যের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল।

রাজা। তবে তুমি সত্যনাথকে তাড়ালে কেন ?

নগ। দুর্গেশ্বর রুদ্রপালের আদেশে তাড়াতে হয়েছিল।

রাজা। সত্যনাথের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ আছে যার উপর নির্ভর করে ইহাকে প্রহরী-হত্যা অপরাধে দোষী করা যেতে পারে ?

নগ। কোন প্রমাণ নেই।

রাজা। তবে তা'কে নির্য্যাতন করছ কেন ?

নগ। সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে মহারাজের নিকট বিচারের জন্য সত্যনাথকে পাঠিয়েছি। না পাঠালে সেনাপতি আমাকে অপরাধী করতেন।

রাজা। সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে পরে আমি আদেশ দেব—এখন একে নিয়ে যাও—ঐ কোলের মেয়েটা কে ?

সত্যনাথ ও নগরপাল ফিরিয়া দেখিলেন, ইলা দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর উকি মারিতেছে। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

১১

সত্যনাথ জানিতেন না যে, ইলা তাঁহারই অনুসন্ধানে দুই তিন দিন অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। মারুতির নিকট অর্থ ও উপদেশ লইয়া ইলা দুর্গ-প্রবেশের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার কোন চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রথমে গিয়াছিল দুর্গদ্বারে।

সে পরিচয় দিবার আগে দুর্গদ্বারের একটু পরিচয় দিই—হয়ত পরে প্রয়োজন হইবে। দুর্গের তিনটী প্রধান দ্বার,—পূর্ব্ব দ্বার নগরের দিকে, পশ্চিম দ্বার রাজপ্রাসাদ অভিমুখে; উত্তর দ্বার তোরণদ্বার নামে খ্যাত; ইহার সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার উত্তর পার্শ্বে বহুদূর বিস্তারী প্রস্তরময় প্রান্তর। দক্ষিণে, নদীর দিকে, প্রাচীরগাত্রে একটী ক্ষুদ্র কিন্তু স্থূল দ্বার আছে। এই দ্বার কঠিন প্রস্তরে গঠিত।

দুর্গের চতুর্দ্দিকে উচ্চ ও স্থূল প্রাচীর। প্রথম প্রাচীর অতিক্রম করিলে আবার একটা প্রাচীর। এই দ্বিতীয় প্রাচীর তত উচ্চ নয়। ইহার গাত্রেও চারিটি দ্বার, কিন্তু এই দ্বার কয়টী সকল সময় খোলা থাকে, শত্রু-আক্রমণ কালে বন্ধ করা হয়। দুই প্রাচীরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট-বড় ঘর; কোনটায় প্রহরী থাকে, কোনটায় অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষিত হয়, কোনটা বা বন্দীশালা।

পূর্ব্ব দ্বারের পার্শ্বেই বন্দীশালা। ইহারই একটা প্রশস্ত কক্ষে সত্যনাথ ও রামদাস আবদ্ধ আছেন। ইলা এই দ্বার-পথেই দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারে নাই—সাঙ্কেতিক কথা 'তথাগত' দ্বার খুলিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। অর্থ দ্বারা প্রহরীকে বশীভূত করিতে সাহস পূর্ব্বক চেষ্টাও করিতে পারে নাই। কেন না, প্রহরীরা দল বাঁধিয়া থাকিত। ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ইলা মারুতি দেবীকে কহিল, "মা, কোনরূপে দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লাম না ; এখন একটী উপায় আছে।"

"কি বল ?"

"নগরপাল যদি ব্যবস্থা করেন দুর্গ বাহির হতে দেওজীর জন্যে প্রত্যহ ভোজন পাঠান হবে—"

"রাজবন্দীর জন্যে এ ব্যবস্থা হ'তে পারে না।"

"তা'হলে মা, উপায় নেই—আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

"যা' করবে শীগগীর কর—কোন দিন হয়ত—"

ইলা তখন প্রাচীর-শিরে উঠিবার চেষ্ট করিল। যে পথে কয়েকদিন পূর্ব্বে সত্যনাথ সহ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথ চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দিকেও অকৃতকার্য্য হইল। দেখিল, প্রাচীর-তলে কয়েক-জন সতর্ক প্রহরী রহিয়াছে। ইলা পূর্ব্বে দেখিয়াছিল যেখানে একজন মাত্র প্রহরী, আজ সেখানে পাঁচ সাত জন। ইলা

প্রাচীরে উঠিতে ভরসা পাইল না, স্থান ত্যাগও করিল না—দূরে অন্তরালে থাকিয়া সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। দণ্ড দুই পরে দেখিল, প্রাচীর ভেদ করিয়া কয়েক ব্যক্তি নদীকূলে আসিল; আবার যে কয় ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি পাহারা দিতেছিল, তাহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ইলা বুঝিল, প্রাচীর-গাত্রে দ্বার আছে; কিন্তু এই দ্বার নদীগর্ভ হইতে লক্ষ্য হয় না—বুঝা যায় না যে প্রাচীরে কোন রন্ধ্র আছে।

ইলা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না; অবশেষে হতাশ হইয়া রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিল। মারুতির কাছে আসিয়া ইলা শুনিল যে, পর দিবস প্রাতে তাহার দেওজীর বিচার হইবে রাজপ্রাসাদে। বিচারের দিন সে আর রাত্রি পোহাইতে দিল না—সূর্য্য উদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে সে প্রাসাদ অভিমুখে ছুটিল। দ্বার অতিক্রম করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্তরালে বসিয়া রহিল। লক্ষ্য তাহার দ্বার প্রতি—লক্ষ্য করিতে লাগিল সর্ব্বসাধারণ তথায় প্রবেশ করিতে পাইতেছে কি না। যখন দেখিল, রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক ভিন্ন অপর কাহারও জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে না, তখন সে কোন চেষ্টা না করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যখন দেখিল, নগরপাল ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বড় দ্বার খুলিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, তখন সে চুপি চুপি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার পিছনে থাকিয়া দ্বার অতিক্রম করিল। দ্বারপাল ভাবিল, নগরপাল

বুঝি সাক্ষ্য দিবার জন্য বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন—বাধা দিবার কোন চিন্তা তাহার মনে উঠে নাই। নগরপালের চিন্তাক্লিষ্ট মন সে সময় ইলাকে লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই। সুতরাং কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ বাধা না পাইয়া ইলা বিচারকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় যে সব প্রহরী ছিল তাহাদের জানাইল, নগরপাল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সে আসিয়াছে।

রাজা যখন ইলাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোলের মেয়েটা কে, তখন ধর্ম্মপাল ও সত্যনাথ বিস্মিত-নয়নে ইলার পানে ফিরিয়া দেখিলেন! সত্যনাথের মুখখানি আনন্দ ও বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। তিনি রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, এই কোলের মেয়ের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমি দীর্ঘকাল মজু পাহাড়ে ছিলাম; নীচের যোগ্য বধূ নীচই হয়ে থাকে। (ইলার প্রতি)—ইলা, রাজাকে প্রণাম কর—তাঁহার আশীর্ব্বাদ লও—"

ইলা সাষ্টাঙ্গে রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা ক্ষণকাল ইলাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "সত্যনাথ, ইলা নীচ নহে—সে তোমারই যোগ্য বধূ।"

সত্যনাথ ও ইলা, রাজাকে সশ্রদ্ধ নতি জানাইল। রাজা কহিলেন, "সত্যনাথ, আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, কেন তুমি দীর্ঘকাল মজু পাহাড়ে অবস্থান করেছিলে। তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই—স্বপক্ষে প্রমাণ অনেক আছে,—

আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। ভগবান্ তথাগত তোমাকে সুখী করুন—ইলাকে বিবাহ করে সুখী হও।”

সকলেরই চক্ষু সজল হইল। রাজাকে প্রণাম করিয়া নগরপাল চক্ষু মুছিতে মুছিতে পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া নগরে ফিরিলেন।

১২

প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সত্যনাথ ছুটিলেন মারুতির উদ্দেশে। মায়ের কি আনন্দ! তাঁহার চোখের জলে স্নাত হইয়া যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে ধর্ম্মপাল, ইলার হাত ধরিয়া সজলনয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পরিচয়াদি শেষ হইলে সত্যনাথ ইলাকে মারুতির চরণসমীপে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "মা, এই তোমার পুত্রবধূ—তোমার দাসী।"

ইলা অনেক আদর পাইল, গহনা কাপড়ও কিছু-কিছু পাইল। ইলার অঙ্গে কখনও স্বর্ণভূষণ উঠে নাই; বলয় প্রতি পুনঃ পুনঃ চাহিতে চাহিতে ইলা কহিল, "এর মূল্য যে অনেক মা।"

মারুতি। এর মূল্য আজ বেড়ে গেল তোমার অঙ্গে উঠে।

অবশেষে ইলা ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া মজু পাহাড়ে গেল; তাহাকে রাখিতে সঙ্গে গেলেন সত্যনাথ। পাহাড়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বহু অনার্য্য আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিল। ইলা বিস্মিত পর্ব্বতবাসীদের জানাইল, রাজা তাহাকে বস্ত্র দিয়াছেন, রাণী অলঙ্কার দিয়াছেন। তাহারা ইলার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। কেহ কেহ অলঙ্কার দেখিয়াই ক্ষান্ত রহিল, কেহ কেহবা সাহসপূর্ব্বক বলয় স্পর্শ

করিল। ইলার গর্ভধারিণী গর্ব্বে ও আনন্দে ফুলিয়া উঠিয়া বলয়-স্পর্শকারিণীকে তিরস্কার করিল। ইলার কনিয়সী মেখলা জ্যেষ্ঠাগ্রজার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হইয়া কহিল, "ভারি ত গয়না, ওর চেয়ে আমার হাতের ফুলের গয়না ভাল।"

পরিচয়াদি কার্য্য শেষ হইলে সত্যনাথ বিদায় লইলেন; তাঁহার সঙ্গে চলিল ইলা ও তাহার পিতা। পাহাড়তলে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সত্যনাথ বসিলেন; ইলা ও ইমারাওবসিল। সত্যনাথ চতুর্দ্দিক্ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন—কেহ কোথাও নাই; তখন তিনি কহিলেন, "তোমরা নিকটে সরে এস—মন দিয়ে সব কথা শোন—আমাদের জয় পরাজয়, জীবন মরণ নির্ভর করছে—" সত্যনাথ তাহাদের বহু উপদেশ দিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে ইলা কহিল, "তুমি যে পাঁচিলে উঠে দুর্গের ভিতর লোক নিয়ে যাবার কথা বলনে সেটা তত সুবিধাজনক নয়। ভিতরে যাবার আর একটা পথ আছে।"

"পথ কা'কে বলছ? ফটক দিয়ে?"

"না, নদীর ধারে পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট দোর আছে, নদী থেকে সেটা দেখা যায় না, কাছে গেলে দেখা যেতে পারে।"

"এ দ্বারের অস্তিত্বের কথা তুমি কিরূপে জানলে?"

ইলা তখন সকল কথা বলিল। সত্যনাথ সানন্দে কহিলেন, "আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হ'ল—দুর্গ জয় সম্বন্ধে আমার আর কোন চিন্তা নেই। এখন তোমরা ঘরে যাও—আমি চললাম; দুই দিন পরে দেশে ফিরব—"

"কবে আবার দেখা হবে ?"

"ঠিক একমাস পরে কৃষ্ণাষ্টমীর দিন—রাত্রি এক প্রহরে, কৃপানাথ এসে সংবাদ দেবে। তোমরা প্রস্তুত থাক্‌বে।"

ইলা কহিল, "এই দুই দিনের মধ্যে দেখা হবে না ?"

"হবে। আমি একখানা নৌকায় আসব—তুমি কাল প্রাতে নদীর ধারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। দেখ ইমারা, কালই তুমি লোক পাঠাবে রঘুনাথপুরে। গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেবে রামদাস বন্দীখানায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন—তাঁকে উদ্ধার করা চাই। কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, মনে থাকে যেন। মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে খবর নেবে তারা প্রস্তুত হচ্ছে কিনা—তুমি নিজে যাবে না। কৃষ্ণাষ্টমীর রাতে তারা যাত্রা করে হরিৎ পাহাড়ে লুকিয়ে থাক্‌বে—নবমীতে সন্ধ্যার পর দুর্গের দিকে—আমি এখন উঠলাম —যা বলে গেলাম মনে রেখো—ভুলো না।"

ইমারা চিন্তিত অন্তরে পাহাড়ে ফিরিল। ইলা চলিল সত্যনাথের সঙ্গে। সত্যনাথ বলিলেন, "তুমি ফিরে যাও ইলা, অন্ধকার হয়ে আসছে। ইলা ফিরিল না—সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সত্যনাথ অবগত নহেন, কেন ইলা ফিরিতেছে না। ইলার লোভ, ইলার আশা—একটী চুম্বন। দুর্গতলে প্রথম চুম্বনে ইলা বুঝিয়াছে ভূতলে স্বর্গ কোথায় ; স্বর্গ উপভোগের লালসায় ইলা চলিয়াছে তাহার দেবতার সঙ্গে। অবশেষে ইলা পাইল তাহার আকাঙ্ক্ষিত, তাহার আরাধিত চুম্বন। সত্যনাথ তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার গণ্ডে ও ওষ্ঠে চুম্বন দান

করিলেন। ইলার দেহ আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হইয়া পড়িল—আত্ম-সংবরণ করিয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইল।

সত্যনাথ নগরে ফিরিয়া মারুতিকে কহিলেন, "মা, আমি দেশে যাব।"

"তোমার আবার দেশ কোথা বাবা, এই ত দেশ।"

"ইলাকে বিয়ে করে আমি এইখানেই থাক্‌ব—সেই বন্দোবস্ত করতেই যাচ্ছি।"

"কবে আবার ফিরবে?"

"এক মাস হ'তে পারে।"

"এবার ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ঘুরে এলে আর তোমাকে ছেড়ে দেব না—এই বাড়ীতেই তোমাকে থাক্‌তে হবে।"

"মা, তুমি ইলাকে গ্রহণ করবে ত?"

"গ্রহণ ত করেছি। আমার ছেলে যখন তাকে বধূ বলে নিয়েছে, তখন কি আমি কোন আপত্তি করতে পারি?"

সুমিত্রা কহিল, "ইলাকে আমার খুব পছন্দ হয়—বেশ মেয়ে—চোখ দু'টি যেন সকল সময় হাসছে, যেন কত কথা জিজ্ঞেস করছে। আচ্ছা মা, আমি তাকে কি বলে ডাক্‌ব? বউদিদি? বেশ হবে।"

ধীরে ধীরে ধর্ম্মপাল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সত্যনাথ, তোমার কাছে আমি অপরাধী—"

সত্য। সে কি বাবা! পুত্রের নিকট পিতা কখন কোন অপরাধ করতে পারে না। আপনার স্নেহ, আপনার দয়া—

ধর্ম্ম। আমি ভেবেছিলাম মজু পাহাড়ে থেকে রাজার বিরুদ্ধে তুমি চক্রান্ত করছ। তখনত জানতাম না, তুমি আমার ঘর আলো করবার জন্যে বধূ সংগ্রহ করছ। কিন্তু প্রহরীদের কে সংহার করলে ?

সত্য। বিশ্বাস করুন পিতা, আপনাদের এই রাজ্যে এসে অদ্যাবধি আমি কোন মানুষকে হত্যা করিনি ; দু'চার জন যা মেরেছি তা আপনারই সাম্‌নে—

ধর্ম্ম। সে ত আমার জীবন রক্ষার্থে। তোমার সে ঋণ অপরিশোধ্য—

মারুতি বলিয়া উঠিলেন, "সে ঋণ পরিশোধ করবার জন্য—বুঝি ছেলেকে পাঠাচ্ছিলে জল্লাদের হাতে।"

ধর্ম্মপালের মুখ লাল হইয়া উঠিল ; তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোমাকে ত বলেছি মারুতি, ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে পালনীয়।" পরে সত্যনাথের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি এক মাসের মধ্যে ফিরবে বলছ—বেশ যাও—আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা করে দেব—পথের ধারে মাঝে মাঝে ঘোড়া পাবে।"

সত্যনাথ। আমার একটী প্রার্থনা আছে—

ধর্ম্মপাল। স্বচ্ছন্দে বল।

সত্য। আমি একখানি পত্র পাঠাতে চাই বন্দী রামদাসকে।

ধর্ম্ম। কেন ?

সত্য। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন, তাঁর নিকট

পত্র লিখে বিদায় নিতে চাই। আমাকে কারাগারে ফিরতে না দেখে তিনি হয়ত ভাববেন আমার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

ধর্ম্ম। পত্র দিতে পার; কিন্তু সে পত্র আমি ও কারাধক্ষ্য পড়ে দেখব; যদি দোষণীয় কিছু না থাকে তবে তাহা বন্দীর নিকট প্রেরিত হবে।

সত্য। আপত্তিজনক কিছুই নেই—

বলিয়া তিনি একখানি পত্র দিলেন। নগরপাল পড়িলেন;—

"বন্দীখানায় আপনার সংসঙ্গে দুই দিন থাকিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। আমি মহারাজের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছি, এক্ষণে দেশে চলিলাম।

আপনি আপনার আত্মপরিজনের জন্য চিন্তা করিবেন না; আগামী কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যে আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য খাদ্যাদি প্রেরণ করিব—উপবাসী কেহ থাকিবে না। পর দিবস নবমীতে আপনার সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমি শৈশবে জনক-জননী হারাইয়া এখানে আবার বাপ মা পাইয়াছি।"

নগরপাল পত্র পাঠান্তে কহিলেন, "পত্রে আপত্তিজনক কিছুই নেই—যথাস্থানে পাঠাব।"

তিনি যদি পত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই ইহা পাঠাইতেন না। 'আত্মপরিজন' অর্থে তাঁহার 'দেশবাসী', 'খাদ্যাদি' অর্থে অস্ত্রশস্ত্র, 'উপবাসী' অর্থে 'নিরস্ত্র', নবমীতে দুর্গ আক্রান্ত হইবে। ইহাই সত্যনাথ কৌশলে রামদাসকে জানাইলেন।

১৩

রাজা যযাতি যুদ্ধের জন্য আয়োজনাদি শেষ করিয়া সত্যনাথের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, তোশলা দুর্গ অজেয়—উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। প্রায় দুই দিক্ রক্ষা করিতেছে খরস্রোতা নদী। এই দুর্গ দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়া রাখিয়াও কোন ফল নাই। প্রচুর খাদ্যাদি দুর্গে সঞ্চিত আছে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। সুতরাং দুর্গ জয় সম্ভব হইবে কিনা তাহা সত্যনাথের প্রমুখাৎ সঠিক না জানিয়া তিনি এ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন না। পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি কলিঙ্গ প্রদেশে আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাই তিনি দীর্ঘকাল হইতে সঙ্কল্প করিয়াও অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিলেন না।

সত্যনাথ যখন যাযপুরে ফিরিয়া রাজার চরণ বন্দনা করিল, তখন তিনি মহাপুলকিত হইলেন, নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত বিলম্ব হ'ল কেন, সত্যনাথ ?"

কক্ষে প্রধান অমাত্য ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সত্যনাথ উত্তর করিলেন, "কার্য্য সিদ্ধি না করে ফিরব না, ইহাই আমার সঙ্কল্প ছিল।"

রাজা। কার্য্য সিদ্ধি করেছ ? দুর্গে প্রবেশ করতে পেরেছিলে ?

সত্য। পেরেছি, মহারাজ; একদিন রাত্রির অন্ধকারে, আর একদিন দিবাভাগে বন্দীরূপে।

রাজা। তুমি বন্দী হয়েছিলে ?

সত্য। ফিরিবার পথে মহানদীতীরে অতর্কিতে আমি বন্দী হয়েছিলাম; রাজা শান্তসেনা আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

রাজা। তারপর তুমি যা' দেখ্‌লে তা'তে মনে হয় কি দুর্গ জয় সম্ভব ?

সত্য। মহারাজ, তোশলা অজেয় নয়, তবে দুর্গ অভেদ্য। তা ছাড়া আপনার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তোশলা প্রস্তুত আছে।

রাজা। তুমি তোশলা জয়ের ভার নিতে প্রস্তুত আছ, সত্যনাথ ?

সত্য। মহারাজ, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আপনার ন্যায় কৌশলী যোদ্ধা ভারতে নেই—

রাজা। তোমার পরামর্শ কি ?

সত্য। আপনাকে পরামর্শ দেবার শক্তি আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির শোভা পায় না। প্রধান সচিব ও সেনাপতি—

সচিব ও সেনাপতি জিজ্ঞাসিত হইয়া অনেক কিছু বলিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন যুক্তি রাজার মনঃপূত হইল না। তাঁহারা সত্যনাথকে পছন্দ করিতেন না—সে যে রাজার প্রিয়পাত্র। সত্যনাথ তাহা জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই তিনি কোন পরামর্শ দিলেন না।

পরামর্শে কিছুই স্থির হইল না দেখিয়া রাজা বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। সকলকে বিদায় দিয়া রাজা একখানি বড় মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে পথ, ঘাট, রঘুনাথপুর, তোশলা রাজ্য সবই অঙ্কিত আছে। মানচিত্র দেখিতে দেখিতে রাজা, সত্যনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্যনাথ গম্ভীরবদনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা মানচিত্র হইতে নয়ন না উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বলছ তোশলা বিজয় অসম্ভব—দুর্গ অভেদ্য—"

"আমি ত অসম্ভব বলিনি মহারাজ!"

"এই দেখ—মানচিত্র পানে চেয়ে দেখ—আমার মনে হয় ছয় মাসে, পাঁচ সহস্র সৈন্যের প্রাণ বিনিময়ে রাজ্য ও দুর্গ জয় করতে পারি। তোমার কি মত সত্যনাথ?—সত্য বল।"

"মহারাজ প্রগলভতা যদি ক্ষমা করেন—"

"নিঃসঙ্কোচে বল—কোন দ্বিধা করবে না।"

'আমার মনে হয় তোশলা জয় এক মাসের মধ্যে—"

"অসম্ভব। কত সৈন্যের বিনিময়ে জয় করতে পার?"

"পাঁচ শত সৈন্যের বেশী ক্ষয় হবে না।"

"ক্ষণপূর্ব্বে তুমি বলেছ আমার মত কৌশলী যোদ্ধা ভারতে নেই; আমি যা পারি না, তুমি তা পার?"

"আপনি ত তোশলায় যাননি মহারাজ—"

"আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলাম। তুমি যেরূপ পরামর্শ দিবে আমি সেইরূপ করব।"

"মহারাজ, সমস্ত প্রস্তুত আছে ত? নৌকা, অশ্ব, সৈন্য—"

"যা কিছু দরকার হতে পারে, সমস্ত প্রস্তুত—"

"তবে পুরোহিত ডাকিয়া যাত্রার দিন স্থির করুন—ভগবান্ শঙ্করের পূজা সম্পন্ন করুন।"

"তোমার পরামর্শ কি? কোন্ পথ অবলম্বন করতে সঙ্কল্প করেছ?"

"আপনি পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মহানদীর তীরে ছাউনি করুন, পনর হাজার সেনাপতির সঙ্গে কাঠজুড়ির ধারে, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী পার্ব্বত্যপথে রঘুনাথপুরের দিকে। আপনারা এক্ষণে নদী-পার হবার কোন চেষ্টা করবেন না—"

"আর তুমি? সব সৈন্য যদি আমরাই নিয়ে যাই, তোমাকে সাহায্য করতে কয়জনই বা রইল?"

"মহারাজ, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তোশলা অভিমুখে আমি ছুটে যাব। সৈন্য ও অশ্ব আমি বাছাই করে নেব—এই পাঁচ হাজার, দুর্গ জয় করবে।"

"অসম্ভব! যা' আমরা পঞ্চাশ হাজারে সাহস পাই না—"

"মহারাজ, আমার উপর সকল ভার দিয়েছেন।"

"সত্য। কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার নিয়ে এত বড় প্রবল শত্রু, এমন অভেদ্য দুর্গ—"

"না পারি আমি আর ফিরব না।"

"যদি পার, তোমাকে আশাতীত পুরস্কার দেব।"

"আশা করি মহারাজ, এই পাঁচ হাজারের পাঁচ শতও নষ্ট হবে না।"

"শত্রুদের কত সৈন্য আমাদের বাধা দিতে পারে?"

"শিক্ষিত সৈন্য পঞ্চাশ হাজারের বেশী হবে না। আর এক কথা মহারাজ, যে পাঁচ হাজার সৈন্য রঘুনাথপুরের দিকে যাবে, তারা যেন পাঁচ হাজার গ্রামবাসীকে সুসজ্জিত করবার উপযোগী অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যায়।"

"কোন্ দিন তারা যাত্রা করবে?"

"কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে; আপনারাও সেই দিন নদী পার হবার চেষ্টা করবেন।"

"আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি; ভগবান্ শঙ্কর তোমার সহায় হউন।"

১৪

কৃষ্ণাষ্টমী রজনী। তখনও আকাশে চাঁদ উঠে নাই, উঠিতে এখনও অনেক বিলম্ব। ইলা ও তাহার পিতা সন্ধ্যা হইতে না হইতে ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে তাহারা নীচে নামিয়া আসিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার পর মনুষ্য-পদ-শব্দ শ্রুত হইল। ক্রমে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইল। ইমারা কহিল, "দেওজী।" ইলা কহিল, "না"। ইমারা রুদ্ধকণ্ঠে হাঁকিল "কে?" উত্তর হইল, "কৃপানাথ।" সমীপস্থ হইলে ইমারা জিজ্ঞাসা করিল, "দেওজী কই?"

"এইমাত্র সংবাদ পেলাম তিনি আসছেন।"

ইলা জিজ্ঞাসা করিল, "একা?"

কৃ। খুব সম্ভব এই জঙ্গলপথটুকু তিনি একাই আসছেন।

ই। এত রাত—অন্ধকার—বনে বাঘ ভালুক—

কৃ। বাঘ ভালুকে তাঁর কি করবে? জঙ্গলের সব বাঘ একত্র হ'লেও তাঁর কিছু করতে পারবে না।

ই। তিনি কে, তুই—তুমি জান?

কৃ। তিনি হিন্দু রাজার দ্বিতীয় সেনাপতি—রাজার প্রিয়পাত্র—মহাকৌশলী যোদ্ধা—তাঁর মত বীর কলিঙ্গ দেশে নেই। এই দুর্গ জয় করবার ভার রাজা তাঁর উপর দিয়েছেন—

ই। তাই বুঝি তিনি সে দিন রাতে দুর্গের ভেতর গিছলেন—

রু। তিনি তা হলে কিল্লার ভিতর গিছলেন? তবে আর তোশলার রক্ষে নেই। আমরা প্রায় এক শ' হিন্দু এতদিন ধরে' চেষ্টা করে ভিতরে যেতে পারিনি। বাহ্‌বা সত্যনাথ!

ইমারা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কে যেন আসছে, আমি দূরে পাতার শব্দ পেয়েছি। সরে আয়—রাজার লোক হতে পারে।"

"হয় হোক্, আমি পালাব না—মরতে হয় এইখানে মরব—সচনাথ এসে দেখ্‌বে আমি তারই অপেক্ষায় ছিলাম।"

পিতা কহিল, "তুই যে সচনাথের জন্যে পাগল হলি;—তুই কি মনে করিস তোকে সে বিয়ে করবে?"

কন্যা। কেন করবে না, আমিও ত হিন্দু।

পিতা। সে একটা রাজার মত লোক, তুই একটা কোলের মেয়ে। তা' ছাড়া তার ঘরে হয়ত বউ আছে।

কন্যা। থাকে থাকুক, আমার একমাত্র পুরুষ, একমাত্র দেওতা সচনাথ।

রুপা। সত্যই সে একটা রাজার মত লোক, ইলার মত শত শত মেয়ে তার ঘরে দাসী আছে।

কন্যা। আমিও তার ঘরে দাসী হয়ে থাক্‌ব।

এমন সময় অদূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনজনেই চমকিয়া উঠিল। ইলা বলিয়া উঠিল, "এই আমার প্রভু আসচে।"

পিতা বাধা দিয়া কহিল, “না, না, দাঁড়া, যাস নে—রাজার লোক হতে পারে—”

“না, এ আমার রাজা আসচে, তার গায়ের বাতাস আমার নাকে লেগেচে—”

বলিয়া বালিকা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। বালিকার ভুল হয় নাই—সত্যই সত্যনাথ। তিনি ইলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “আর তোমাকে ছেড়ে যাব না ইলা।” তারপর ইমারার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সব ঠিক আছে ইমারা ?”

“পঞ্চাশটা জোয়ান আমার হুকুমে মরবার জন্যে প্রস্তুত আছে।”

“নৌকা ?”

“অনেকগুলো কাঠ কেটে জঙ্গলে ফেলে রেখেছি—বেঁধে দিলেই নৌকা হয়ে যাবে।”

“রঘুনাথপুর প্রস্তুত হয়েছে ?”

“অস্তোর (অস্ত্র) পেলেই তারা ছুটে আসবে। আজ সমস্ত রাত হেঁটে কাল সকালে হরিৎ পাহাড়টায় লুকিয়ে থাক্‌বে, এরকম কথা আছে।”

“বেশ, কাল সন্ধ্যার পর তোমরা নৌকা এপারে তৈরী রাখবে। তোমার লোকেরা কিন্তু থাক্‌বে কিল্লার পারে জঙ্গলের ভিতর। আমরা পার হলে দেখা দেবে। কৃপানাথ আমার সঙ্গে থাকবে পথ দেখাতে। তুমি এখন যেতে পার ইমারা।”

ইঁহারা প্রস্থান করিলে ইলা কহিল, "দেখছি তুমি একা, দুর্গ জয় করবে কি করে ?"

সত্যনাথ হাসিয়া কহিলেন, "আমি ত একা নই, ইলা, আমার কাছে যে তুমি আছ—তুমি শক্তিরূপে আমার পাশে থাক্‌লে আমি সব পারি।"

ইলা কহিল, "হঁ্যা পারব, সে দিনকার মত আমরা দুর্গজয় করতে পারব। তা ছাড়া বাপের সাথে পঞ্চাশ জন লোক আছে। তারা খুব জোয়ান। আবার রঘুনাথপুর হ'তে লোক আসছে—"

সত্য। না ইলা, আমি একা নই—আমার পিছনে অনেক লোক আসছে। আমি আগে এসে দেখ্‌তে এলাম তোমরা প্রস্তুত আছ কিনা।

ইলা : তবে আর ভাবনা কি? আমরা দুর্গজয় নিশ্চিৎ করব—

সত্য। তুমি এখানে থাক্‌বে—

ইলা। না, না, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌ব—তোমাকে ছেড়ে—আমার প্রভুকে, আমার সচনাথকে লড়াইতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ঘরে থাক্‌তে পারব না—কেঁদে কেঁদে মরে যাব।

সত্য। আমি তোমার কে ইলা ?

ইলা। তুমি আমার প্রভু, আমার দেওতা, আমার সব।

সত্য। যদি শোন ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র আছে—

ইলা। তা'তে কি ? যাদের তুমি ভালবাস, আমি দাসী হ'য়ে তাদের সেবা করব—

বলিতে বলিতে ইলা কাঁদিয়া ফেলিল। সত্যনাথ তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমার স্ত্রীপুত্র ভাইভগ্নী গৃহসংসার কিছুই নেই ইলা—তুমি একাধারে আমার সব।"

ইলা উত্তর করিতে পারিল না—সত্যনাথের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার চরণ অশ্রুধৌত হইল ও পুনঃপুনঃ চুম্বিত হইল। সত্যনাথ তাহাকে উঠাইয়া লইয়া কহিলেন, "তুমি ছাড়া ইলা, আমার কেউ নেই; সমাজ আমাকে ত্যাগ করুক, রাজা যযাতি আমাকে রাজ্য-বহিষ্কৃত করুন, মানুষ আমাকে ঘৃণা করুক, তবু তোমাকে ত্যাগ করব না। আকাশের দেবতা সাক্ষী, আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলুম—তুমি হিন্দু হলে—তোমার নাম দিলাম মেঘমালা।"

অদূরে কৃপানাথ দণ্ডায়মান ছিল; সে সরিয়া আসিয়া কহিল, "সেনাপতি সত্যনাথ যাহা করবেন তার উপর কথা বল্‌বার অধিকার আমাদের নেই; কিন্তু একটা সাধারণ কোলের মেয়ে কি সেনাপতির যোগ্য বধূ?"

সেনাপতি উত্তর করিলেন, "মেঘমালা সাধারণ মেয়ে নয়—আমার চেয়ে সে বড়; আমি চাই ধন রাজ্য যশঃ, সে চায় শুধু আমাকে। আমার মন শতমুখী, তার মন একমুখী। কে বড় কৃপা? ভগবানের বিচারে কে বড়?"

কৃপানাথ উত্তর করিতে পারিল না। সত্যনাথ কহিলেন, "তুমি এখন যাও কৃপা—আমি আজ এখানেই থাকব। কাল মধ্যাহ্নে নিমাপাড়া জঙ্গলে আমার দেখা পাবে।"

১৫

তৌশলী রাজ্যময় ছোটবড় বহু পাহাড়। পাহাড়-গর্ভে আবার গুহা। একাম্রকাননের সন্নিকটে যে সকল পাহাড় উদয়গিরি অস্তগিরি নামে খ্যাত, তাহাদের গর্ভে যে সকল প্রসিদ্ধ গুহা আছে তাহা অধ্বংসনীয়—তাহার স্মৃতি ও মনোহারিত্ব অধ্বংসনীয়। এই সকল গুহামধ্যে বৌদ্ধ তপস্বীরা বাস করেন। কোন কোন গুহা আজও দৃষ্ট হয়। নির্জ্জন অরণ্যানীর মধ্যে এই সব গুহা তপস্যার উপযুক্ত স্থান। আহারের জন্য তাঁহাদের কোথাও যাইতে হয় না,—নগর ও পল্লী হইতে প্রচুর ভিক্ষা আসে, নদীও যথেষ্ট জল দান করে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এই সকল গুহাতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা বাস করিতেন। একদা রাত্রি এক প্রহরের সময় কোন এক গুহা মধ্যে বসিয়া কয়েকটী শ্রমণ সমস্বরে গান ধরিয়াছেন—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি। সকলেই জাগ্রৎ, সকলেই যুক্তকর, মুদিতনয়ন; সহসা তাঁহাদের গীতধ্বনি ডুবাইয়া বহু অশ্ব-পদ-শব্দ শ্রুত হইল। গান বন্ধ করিয়া কোন কোন শ্রমণ বাহিরে আসিলেন। অরণ্য-মধ্যে অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা গেল না। শ্রমণরা শার্দ্দুল গর্জ্জন শ্রবণে অভ্যস্ত, কিন্তু অশ্বপদধ্বনি এ জনশূন্য অরণ্য মধ্যে

কখন শুনেন নাই। কোন কোন সাহসী ভিক্ষু গুহা ছাড়িয়া অরণ্যমধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, বহু অশ্বারোহী চলিয়াছে পার্ব্বত্য-পথে নগর অভিমুখে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বুঝিলেন, এই অশ্বারোহীরা হিন্দু—বৌদ্ধ নয়; সম্ভবত তাহারা চলিয়াছে দুর্গ আক্রমণ করিতে। বৌদ্ধরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষায় সদা শঙ্কিত ছিল। বৌদ্ধ নৃপতি গিয়াছিলেন সসৈন্যে কাঠজুড়ি নদী-তীরে; সেনাপতি আর একটু অগ্রসর হইয়া মহানদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন হিন্দুদের অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য। হিন্দুরা আজও বৌদ্ধদের পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই, ইহাই সকলে জানে। তবে এই সব হিন্দুরা কোথা হইতে আসিল? ভিক্ষুরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক পরামর্শের পর কয়েক ব্যক্তি নগরের দিকে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই জনৈক অশ্বারোহী অন্ধকার হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা যাচ্ছ?"

"নগরে।"

"কেন?"

"সংবাদ দিতে।"

"সংবাদ দিয়েও কিছু সুবিধা করতে পারবে না—তোমাদের ভূরিভাগ সৈন্য রাজা ও সেনাপতির কাছে। এতক্ষণে হয়ত রাজা যযাতির ফাঁদে পড়ে তারা জলমগ্ন হয়েছে। তোমরা তপস্বী, তোমাদের কোন অনিষ্ট ক'রব না; যাও—নগরে যাও—দুর্গপতিকে গিয়ে বলবে দুর্গের সিংহদ্বার আমাদের জন্য যেন

উন্মুক্ত রাখে; দুর্গ-প্রবেশে যদি কোন বাধা পাই তবে কাউকে জীবিত রাখব না—যাও, সংবাদ দেওগে।

সত্যনাথ ভীত ত্রস্ত ভিক্ষুদের পাঠাইয়া দিয়া মেঘমালাকে কহিলেন, "যে পথে আমরা সেদিন দুর্গে প্রবেশ করেছিলাম আজও আমরা সেই পথে যাব স্থির করেছিলাম; কিন্তু তোমার নিকট সংবাদ পেলাম নদীর দিকে একটা ছোট দোর আছে। আমরা আজ সেই পথেই দুর্গে প্রবেশ করব—ইমারাকে তাই বলে দিয়েছি। দুর্গপতি ভিক্ষুদের নিকট সংবাদ পেয়ে সম্ভবত সিংহদ্বার রক্ষার্থে ভূরিভাগ সৈন্য নিয়ে সেই দিকে যাবে। আশা করি আমরা সহজে দুর্গ জয় করতে পারব। আমাদের যারা পথ দেখিয়ে চলেছে তাদের বলে দিয়েছি নদীতে যেখানে নৌকা আছে সেইখানে আমাদের নিয়ে যেতে। তার কিছু আগে আমরা ঘোড়া ছেড়ে দেব।"

সত্যনাথ জঙ্গলমধ্যে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে এক হাজার সৈন্য পাঠালেন কৃপানাথের সঙ্গে নগরের দিকে। বলে দিলেন, ধর্ম্ম-পাল ও মারুতির যেন কোন অনিষ্ট না হয়। বাকি চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি ক্ষুদ্র দ্বারপথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। ইমারার লোকেরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে দ্বার খুলে দিয়েছিল। প্রথম প্রাচীর অতিক্রম করে দ্বিতীয় প্রাচীরমূলে তাঁকে দাঁড়াতে হ'ল। সে দ্বার বন্ধ ছিল, প্রহরীরাও সতর্ক ছিল। প্রথম প্রাচীরতলে বিশেষ কোন গোলমাল হয় নি; যে কয়জন প্রহরী ছিল, তাহারা কোলের বিষাক্ত শরে আহত হয়ে নিঃশব্দে প্রাণ

দিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রাচীর অতিক্রম করা একটু কঠিন হয়ে পড়ল দেখে ইমারা তার লোকজন নিয়ে প্রাচীরের মাথায় উঠল। শরক্ষেপে বিশ ত্রিশ জন প্রহরীকে নিঃশব্দে সংহার করে তারা রজ্জুর সাহায্যে ভূতলে নেমে পড়ল। দ্বার উন্মুক্ত হলে সত্যনাথের সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় মূল দুর্গ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে।

তখন আত্মগোপনের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। দুর্গেশ্বর প্রধান দ্বার রক্ষা করছিলেন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে। দুর্গে পাঁচ সাত হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না—অনেকেই গিয়েছিল রাজার সঙ্গে নদীতীরে হিন্দুকে বাধা দিতে। এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য দুর্গবাসীরা প্রস্তুত ছিল না। সত্যনাথের খুবই সুবিধা হ'ল। ভিক্ষুদের নিকট সংবাদ পেয়ে রুদ্রপাল তোরণদ্বার রক্ষার্থে তথায় ব্যূহ রচনা করেছিলেন; সত্যনাথ ব্যূহের পশ্চাদভাগ আক্রমণ করায় ব্যূহ অল্পকাল মধ্যে ভেঙ্গে গেল; তখন ছিন্নভিন্ন শত্রুদের মধ্যে গোল উঠ্‌ল—যে সুবিধা পেলে, সে, তোরণদ্বার খুঁলে পলায়নের চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে অকৃতকার্য্য হ'ল—রঘুনাথ-পুরের লোকেরা এসে পথ বন্ধ করে দাঁড়াল। পূর্ব্বদ্বার দিয়েও পালাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে পথও অবরোধ করে দাঁড়াল কৃপানাথের সৈন্য। তখন দুর্গবাসীরা নিরুপায় হয়ে বন্দীত্ব স্বাকার করলে। পাঁচ সাত হাজার শত্রুকে প্রায় বিনা যুদ্ধে পরাস্ত করে সত্যনাথ রুদ্রকণ্ঠে বললেন, "কেহ শত্রু মারবে না—অস্ত্র কেড়ে নেবে মাত্র।"

কৃপানাথ নগর জয় করে ফিরে এলে সত্যনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বাবা-মা কোথা? এনেছ?"

"এনেছি—একটু দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখ্‌ছেন।"

সত্যনাথ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে তাঁদের চরণে প্রণাম করলেন; মেঘমালাও সঙ্গে ছিল--সে বরাবর সত্যনাথের পৃষ্ঠ রক্ষা করছিল। দুই তিনবার তাঁহার জীবনও রক্ষা করেছে। নগরপাল বললেন, "তবে নাকি সত্যনাথ তুমি অস্ত্র চালনা জান না?"

সত্য। রাজকার্য্যে মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নয়।

ধর্ম্ম। কিন্তু এরূপ অসি চালনা আমি যে জীবনে দেখি নি। কাউকে মারছ না, অথচ নিরস্ত্র করছ শত্রুকে প্রতি আঘাতে। ধন্য শিক্ষা! কিন্তু সত্যনাথ—

সত্য। সে সব কথা পরে হবে—এখন আপনি আমার ঘরে মাকে নিয়ে যান; (মারুতির প্রতি) সেখানে মা, তোমাকে আমার বোন্‌টীকে নিয়ে কয়েক দিন থাক্‌তে হবে—দেশ শান্ত হোক্‌।

রামদাস এসে সত্যনাথকে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, "তোমার জয় হোক্‌ সত্যনাথ।"

১৩

সপ্তাহকাল পরে—

রাজধানী জয়ের পর দেশ জয়। বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া রাজা যযাতি তোশলা দুর্গে আসিয়াছেন। বন্দীও তাঁহার সঙ্গে ছিল। রাজা শান্তসেনা পলাইতে পারেন নাই—ধরা পড়িয়া, যে কারাগৃহে বহু হিন্দুকে একদিন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আজ সেই কারাগারে তিনি বন্দী। যে বিশাল কক্ষে বসিয়া তিনি বন্দীদের বিচার করিতেন, আজ সেই কক্ষে শ্রেষ্ঠ আসনে রাজা যযাতি, আর নিকৃষ্ট আসনে শান্তসেনা। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস। কয়েক-দিনের মধ্যে এত বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড সংঘটিত হইল।

রাজা যযাতির আশে-পাশে পাত্র-মিত্র ও পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার আসনের অদূরে মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি উপবিষ্ট। সত্যনাথ রাজার বামে দণ্ডায়মান। বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ বিচার দেখিতে সমবেত হইয়াছে। কোথাও আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। প্রহরীরা চলাফিরা করিতেছে কষ্টে। রাজার আদেশে কাহাকেও গৃহ-বহিষ্কৃত করা হয় নাই।

প্রথমেই রাজা শান্তসেনার বিচার। বিচার প্রহসন মাত্র। দুই চারিটী প্রশ্নের পর তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

দণ্ড দিয়া রাজা কহিলেন, "তোমার প্রতি চরমদণ্ড প্রদত্ত না হইলে বৌদ্ধেরা তোমার পতাকাতলে পুনরায় সমবেত হইতে পারে, তাই শান্তসেনা, তোমার প্রতি এই কঠোর দণ্ড—"

শান্তসেনা উত্তর করিলেন, "কারণ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই যযাতি : তোমার মনোবৃত্তি অনুযায়ী তুমি দণ্ড দিবে।"

সত্যনাথ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, এই বন্দী, যিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে এই রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, তিনি তাঁর রাজধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে ভাগ্যদোষে আজ বন্দী। তিনি কোন অধর্ম্মাচরণ করেন নি, রাজধর্ম্ম হতে বিচ্যুত হ'ন নি। তবে তাঁকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত না করে রাজ্য-বহিষ্কৃত করে দিন্ ইহাই আমার প্রার্থনা। তিনি এ রাজ্যে কখন প্রবেশ করবেন না—দূরদেশে সামান্য গৃহীর ন্যায় বাস করবেন—"

"তাহার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস কি ?"

"মহারাজ, হিন্দু বা বৌদ্ধ মিথ্যাবাদী নয় ; তথাগতের নাম লইয়া বৌদ্ধেরা যে প্রতিশ্রুতি দেবে, তাহা কখন—"

প্রধান সেনাপতি বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি কিরূপে তা' জান্‌লে সত্যনাথ ?"

"কয়েক মাস তাহাদের সাহচর্য্যে বাস করে আমি তা' জেনেছি, বুঝেছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মালে, মহারাজের নিকট জোর করে' বল্‌তে সাহস পেতাম না।"

বৌদ্ধদের মধ্যে হর্ষধ্বনি শ্রুত হইল। সেনাপতি বিরক্ত হইলেন ; তিনি সত্যনাথের হিংসা বরাবরই করিয়া আসিতেছেন,

তবে বিশেষ অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কহিলেন, "আর যদি শান্তসেনা বিদ্রোহী হয় ?"

"তা'হলে মহারাজ যযাতিকেশরী, শান্তসেনার মুণ্ডের পরিবর্ত্তে আমার মুণ্ড লইবেন।"

বৌদ্ধেরা কলরব করিয়া উঠিল ; শান্তসেনা বিচলিত হইলেন ; উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ধন্য সত্যনাথ ! তুমি হিন্দু হ'য়েও বৌদ্ধ—"

সত্যনাথ দূর হইতে রাজ্যচ্যুত রাজাকে নতি জানাইয়া কহিলেন, "হিন্দু ও বৌদ্ধ, এক জননী গর্ভজাত, দুই ভাই—প্রভেদ নেই।"

যযাতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শান্তসেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছ ?"

"আমি সংসার ত্যাগ করে' ভিক্ষু হ'ব।"

"উত্তম—আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় পর্ব্বত কন্দরে বাস করাই কর্ত্তব্য।"

"কোন্ অপরাধে যযাতি ? যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছি বলে ?"

"যুদ্ধে জয় পরাজয় সকলেরই আছে শান্তসেনা, আমি সে কথার কোন উল্লেখ করছি না। আমি বলছি, দশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত এই দুর্ভেদ্য দুর্গ, যারা চার হাজার শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে, তারা স্থাণু, পাদপতুল্য—"

"সে গর্ব্ব সত্যনাথ করতে পারে, তুমি পার না। এই সত্যনাথ আমাকে ছলনায় না ভুলালে আজ তোশলী বিজিত হ'ত না।"

সত্যনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে অপরাধী করবেন না—আমি একটিও মিথ্যা কথা আপনার নিকট বলি নাই। এক্ষণে আপনি আমার অতিথিরূপে আমার গৃহে অবস্থান করুন—পরে আপনার যাত্রার ব্যবস্থা করে দেব।"

অতঃপর নগরপালের ডাক পড়িল। তাঁর প্রতিও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। সত্যনাথ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, আমি এঁর প্রাণভিক্ষা চাইছি।"

রাজা। একে আমি ছাড়তে পারি না।

সেনাপতি। নিশ্চয়ই নয়; লোকটা অনেক হিন্দু মেরেছে।

সত্যনাথ। মহারাজ, এই নগরপাল আমার পিতৃতুল্য। দুর্গজয়ের পর এঁকে আমি মুক্তি দিয়েছিলাম; কিন্তু ইনি তা' গ্রহণ করেন নি। পাছে আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হ'ন, তাই তিনি মুক্তি নেন নি। আমার জন্যে ইনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাঁর স্নেহের ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব না।

মহারাজ নিরুত্তর রহিলেন; মন্ত্রীও নীরব। বৃদ্ধ সেনাপতি কহিলেন, "তোমার ঋণ সত্যনাথ, অপরিশোধ্য হ'তে পারে, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাদের নিকটেও অনেক ঋণ করেছে; সে হিন্দুর মহাশত্রু, সে কিছুতেই অব্যাহতি পেতে পারে না।"

"অব্যাহতি পেতে পারে যখন মহারাজ বিচার করে দেখবেন সে তার প্রভুর নিকট কখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না, তার প্রভুর আদেশ কখন লঙ্ঘন করেছে কি না। সে হুকুমের

দাস, তার কোন অপরাধ হ'তে পারে না যতক্ষণ সে হুকুম অনুযায়ী কাজ করে। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে, তবে হুকুমদাতাই অপরাধ করেছেন।"

সেনাপতি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। মহারাজ অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সত্যনাথ আবেগভরে কহিলেন, "আর আমাদের মধ্যে যদি কেহ অপরাধ করে থাকে তা'হলে সে আমি। আপনার অনুমতি না নিয়ে মহারাজ, আমি নগরপালকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আমি তাঁহাকে বেগবান্ অশ্ব দিয়েছিলাম, সাঙ্কেতিক বাক্য তাঁহাকে জানিয়েছিলাম। মহারাজ আমি আমার কর্ত্তব্য অবহেলা করেছি, নগরপাল তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেছেন; বধ্য আমি—এই নিন মহারাজ, আমার তরবারি—আমাকে, এই বিশ্বাস-হন্তাকে বন্দী করুন, বধ করুন; আর এই বিশ্বাসভাগী মহাপ্রাণ ধর্ম্মপালকে মুক্তি দিন্।"

সভাতল নিস্তব্ধ। হিন্দু বৌদ্ধ নির্ব্বাক। রাজা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তুমি সত্যনাথ, যদি আজ বিচারকের আসনে বসতে, তা'হলে তুমি কি কর্‌তে?"

"আমি তাহ'লে এই কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মপালকে মুক্তি দিয়ে তোশলার নগররক্ষকপদে নিযুক্ত করতাম—

কথাটা শেষ হইতে পারিল না—সভামধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠিল। হিন্দু বৌদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল "সত্যনাথের জয় হউক!" রাজা একটুও বিরক্ত হইলেন না। তিনি বন্দীর

পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মপাল তুমি এই পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ ?"

"না মহারাজ, আমি চাই শুধু আমার পুত্র সত্যনাথের নিকট থাক্‌তে। ধন পদ আর আমার কাম্য নয়।"

"বেশ, তাই হবে—মুক্তি দিলাম।"

১৭

জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"মহারাজ যযাতির জয় হউক।" যযাতি ভাবিলেন, "যখন প্রাণদণ্ড দিয়াছিলাম, তখন ত কেহ আমার জয়গান করে নি।"

সত্যনাথ বেদীর উপর হইতে নামিয়া আসিয়া স্বহস্তে নগরপালকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। হিন্দু সেনাপতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীর প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য, মন্ত্রী যেন এই সুযোগে সত্যনাথের মুণ্ডপাত করেন। মন্ত্রী সতর্ক ও বুদ্ধিমান্। তিনি রাজার মনোভাব অবগত না হইয়া কোন কাজ করেন না। সত্যনাথের প্রতি রাজাকে প্রসন্ন দেখিয়া তিনিও রাজার জয়গানে যোগ দিলেন।

এইবার সাধারণ বন্দীদের বিচার আরম্ভ হইল। সকলকে সভা-গৃহে আনা সম্ভব হয় নাই—পাঁচ সাত শত মাত্র বন্দীকে আনা হইয়াছিল। তাহারা পদস্থ ব্যক্তি। তাহাদের বিচার আরম্ভ হইলে বৃদ্ধ সেনাপতি চুপি চুপি মন্ত্রীকে বলিলেন, "এদের যদি মুক্তি দেওয়া হয় তা'হ'লে রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হবে —হিন্দুদের এ দেশে আর স্থান হবে না।" মন্ত্রী কোন উত্তর না দিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িলেন। রাজা কহিলেন, "সত্যনাথ, এবার আমি তোমার কোন কথা শুনব না—"

সত্যনাথ। মহারাজ, অধীনের ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন; এই

সৈন্যদের, এই রাজকর্ম্মচারীদের অপরাধ কি? তারা বেতনভুক ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালন করেছে মাত্র। আমি ইচ্ছা করলে এদের অনেককেই যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করতে পারতাম; তা' না করে এদের পালাবার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু এরা নগরের দিকে পালাতে গিয়ে কৃপানাথের হাতে বন্দী হ'ল।"

রাজা। আমি এদের কিছুতেই মুক্তি দেব না; বধ্যভূমি রক্তরঞ্জিত না হলে শত্রুর ভয় থাকবে না—

সত্য। কে শত্রু মহারাজ? আজ যে বৌদ্ধ, কাল সে হিন্দু; এ জন্মে যে হিন্দু, পরজন্মে সে যবন; এই দেহের প্রভু বা চৈতন্য আজ জন্ম নিয়েছেন কলিঙ্গ প্রদেশে হিন্দু দেহাভ্যন্তরে, কাল সেই প্রভু হয়ত জন্ম নেবেন চৈনিক দেহে দূর দেশে। হ'লইবা সে ভিন্ন মতাবলম্বী বর্ত্তমান্ দেহে, কিন্তু সে ত আমার ভাই—

রাজা। এ সব কথা শুন্‌বার এক্ষণে আমার অবসর নেই।

সত্য। শুন্‌তেই হবে মহারাজ। আমি এই দশ সহস্র নিরপরাধ সৈনিক ও নাগরিকের প্রাণ ভিক্ষা করছি। মহারাজ অশোক দুই লক্ষ কলিঙ্গবাসীকে বিনাশ করে অক্ষয় কলঙ্ক রেখে গেছেন, আপনি এই দশ হাজার কলিঙ্গবাসীকে মুক্তি দিয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করুন।

রাজা কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পূর্ব্বক করিলেন, "পূর্ব্বেই বলেছি, এ সব কথা শুন্‌বার এক্ষণে আমার অবসর নেই। বিচার সভা ধর্ম্ম সভা নয়। তুমি কি বল মন্ত্রী?"

মন্ত্রী কণ্ঠটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া উত্তর করিলেন,

"মহারাজ ঠিকই বিচার করেছেন ; (সত্যনাথের প্রতি চাহিয়া) ইহা ঠিক যে, সত্যনাথ হিন্দু কুলগৌরব, হিন্দু রাজ্যের স্তম্ভ— (সেনাপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কিন্তু ন্যায্য বিচার করতে হলে সত্যনাথের অনুরোধ রক্ষা করা যায় না।"

সেনাপতি। কিছুতেই না। বিচারকার্য্যে সত্যনাথের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।

সত্যনাথ দণ্ডায়মানই ছিলেন ; তিনি যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব কি ?"

"কি বল ?"

"তৌশলী জয়ের পূর্ব্বে আপনি বলেছিলেন, আমি যদি এই দুর্গ জয় করতে সমর্থ হই, তাহলে আপনি আমাকে আশাতীত পুরস্কার দেবেন।"

"প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, স্মরণ আছে ; কি চাও বল।"

"চাই আমি এই দশ হাজার বন্দীর প্রাণ।"

"তা' হতে পারে না ; তুমি ধন, পদ, রাজ্য যা' কিছু চাও আমি সানন্দে দেব, কিন্তু—"

"মহারাজ, এই বন্দীদের প্রাণভিক্ষা ছাড়া আমার অন্য প্রার্থনা নেই।"

"তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করতে আমি অসমর্থ।"

"মহারাজ, তবে আমার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করুন। আমি আর মানুষের সেবা করব না—মহাপ্রাণ শান্তসেনার ন্যায় আমি আজ হ'তে ভগবানের সেবা করব। যাঁকে আমি

এতদিন শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে পূজা করে এসেছি, তাঁকে আজ আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে দেখে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করছি।"

সেনাপতি লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার স্পর্দ্ধা খুব বেড়ে উঠেছে—তুমি রাজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বল্‌ছ ?"

সত্যনাথ। হাঁ বল্‌ছি—শতবার বল্‌ব—যিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না, তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট।

রাজা সহাস্যে কহিলেন, "সত্যনাথ, পুত্র সত্যনাথ, আমি তোমাকে শুধু পরীক্ষা করছিলাম। তুমি ধন জন রাজ্যপদ ইচ্ছা করলেই পেতে পারতে। কিন্তু তুমি নিজের জন্যে কিছু চাইলে না—চাইলে পরের জন্য—যাদের তুমি চেন না, জান না। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য, আমার রাজ্য ধন্য।"

তারপর বন্দীদের প্রতি চাহিয়া রাজা বলিলেন, "মহা-প্রাণ সত্যনাথ তোমাদের মুক্তি দিলেন—তোমরা এ দেশে থাক্‌তে পার নিজ নিজ গৃহে, অথবা—"

রাজার কথা আর শেষ হইতে পারিল না,—আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার উঠিল, "জয় সত্যনাথের জয়।" সেই চীৎকারে রুদ্ধকণ্ঠে যোগ দিলেন, শান্তসেনা ও ধর্ম্মপাল।

১৮

কোলাহল থামিয়া গেলে রাজা যযাতি কহিলেন, "সত্যনাথ, তুমি না চাহিলেও তোমাকে এই রাজ্যে শাসনকর্ত্তাপদে আমি প্রতিষ্ঠা করলুম। তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ প্রজা পালন কর।"

সভাতল ফাটাইয়া চীৎকার উঠিল,—"জয় মহারাজ যযাতি-কেশরীর জয়! জয় রাজা সত্যনাথের জয়! সত্যনাথ আমাদের যে পথে নিয়ে যাবেন আমরা সেই পথে যাব, আমাদের ধর্ম্ম এক—ভিন্ন নয়।"

যযাতি। শোন সত্যনাথ, আমার একটী বাসনা আছে, তাহা তোমাকে পূরণ করতে হ'বে। এই পুণ্যভূমি একাম্র-কাননে ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা করি। এই মন্দিরচূড়া কলিঙ্গ প্রদেশে সর্ব্বোচ্চ হবে, কারুকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে। জানি না আমার জীবদ্দশায় ইহা সম্পূর্ণ হবে কিনা, কিন্তু আমাদের পক্ষে যেন চেষ্টার কোন ত্রুটি না হয়। *

* যযাতিকেশরীর মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে, কোণার্ক ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

জনৈক সৈনিক কিছু পূর্ব্বে সেনাপতির কানে কানে মৃদুকণ্ঠে কি বলিয়া গিয়াছিল। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তচ্ছ্রবণে বিষণ্ণবদন সেনাপতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা কোন হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, "আপনি বোধ হয় আশা করেন, সত্যনাথ কর্ত্তৃক এই রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত হবে ও মন্দির সুন্দররূপে নির্ম্মিত হবে—"

সেনা। আমি একেবারেই তা আশা করি না—

রাজা। সে কি! সত্যনাথ আপনার বিরাগভাজন হ'ল কিরূপে ?

সেনা। মহারাজ, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন—

রাজা। আপনার আপত্তিটা কি তাই বলুন।

সেনা। সত্যনাথ শাসনকর্ত্তা-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য—(সেনাপতির আশা ছিল তিনি এই পদে নিযুক্ত হইবেন)—এমন কি মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্যে সত্যনাথ হস্তক্ষেপ করলে মন্দিরও কলুষিত হবে।

সভামধ্যে একটা কোলাহল উঠিল ; কেহ বলিল, এ হতভাগা বুড়োটা কে রে ? কেহ বলিল, এটা বেরিয়ে এলেই মারব।

রাজা সব শুনিলেন ও দেখিলেন। তিনি ভ্রূকুটি পূর্ব্বক সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যনাথের অপরাধ ?"

সেনা। সত্যনাথ এক কোলের মেয়েকে বিয়ে করতে উদ্যত।

রাজা। বিয়ে করেছে কি ?

সেনা। গোপনে করেছে কিনা জানি না।

রাজা। এ সম্বন্ধে তোমার কি বল্‌বার আছে সত্যনাথ ?

সত্যনাথ। সেনাপতি আমার পিতৃতুল্য, তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ; আমার বিরুদ্ধে তিনি কখন মিথ্যা বল্‌তে পারেন না।

রাজা। তুমি বিয়ে করেছ কি ?

সত্য। আজও করি নি ; তবে কথা দিয়েছি, সঙ্কল্পও করেছি।

রাজা। সে মেয়ে কই ?

মেঘমালা সভার একপ্রান্তে মারুতির নিকটে উপবিষ্ট ছিল ; আদিষ্ট হইয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই পাশে দুই জন হিন্দু পরিচারিকা। তাহার বেশভূষা হিন্দু বালিকার ন্যায়। মারুতি তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন এবং শুভ্র বসনে সজ্জিত করিয়াছেন। সে যখন রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে দেখিয়া অনেকেই চমকিত হইল। তাহারা দেখিল, যেন এক প্রস্তর-খোদিত দেবিমূর্ত্তি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি ?"

"মেঘমালা।"

"এ নাম তোকে কে দিয়েছে ?"

"আমার স্বামী।"

"কে তোর স্বামী ?"

"যিনি এই দুর্গ জয় করেছেন।"

"তুই কি কোল ?"

"আমি হিঁদু।"

"আমিত দেখছি তুই কোল।"

"মহারাজ বললেও আমি কোল হব না—ভগবান শঙ্কর বললেও হ'ব না—আমার স্বামী বলেছেন আমি হিঁদু।"

"বটে ! তুই এত গয়না কোথা পেলি ?"

"আমার মা মারুতি দেবী দিয়েছেন।"

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "সত্যনাথ, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

সত্য। ক্ষমা করবেন মহারাজ—

রাজা। তুমি আজ এ দেশের রাজা। একটা কোলের মেয়ে তোমার পাশে সিংহাসনে বসতে পারে না।

সত্য। কে কোল মহারাজ ? তার কোন্ স্থানটা কোল ? ঐ দেহের ভিতরে যিনি চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন, তাঁহার ত জাতি নেই মহারাজ। আর দেহের কথা যদি বলেন, তাহলে এই দেহ ত সর্ব্বত্র জন্ম নিতে পারে,—পাহাড়ে জঙ্গলে উপত্যকায় ; আবার এই দেহের ধ্বংসও হ'তে পারে একই শ্মশানে।

রাজা। হিন্দু সমাজ যা'কে গ্রহণ করবে না, সে পরিত্যাজ্য,

আমি হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষক হয়ে, সমাজের মাথা হয়ে, যথেচ্ছচারী হ'তে পারি না।

সত্য। আপনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জক ও ধর্ম্মরক্ষক; অস্পৃশ্য চণ্ডালকে বক্ষে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মেরই মহিমা বাড়িয়েছেন, ধর্ম্ম বা সমাজকে পদদলিত করেন নি—

রাজা। দেখছি, তুমি বীর হয়ে উঠেছ। আমার আদেশ, তুমি এই কোলের মেয়ের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবে—

সত্য। পারব না, কিছুতেই তা' পারব না; আপনার আদেশে নয়, ভগবান্ শঙ্করের আদেশেও নয়। আমি মনে-প্রাণে মেঘমালাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছি, তাকে আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।

রাজা। (সেনাপতির প্রতি) এই অবাধ্য প্রজার প্রতি কোন্ শাস্তি প্রদত্ত হতে পারে?

সেনা। মৃত্যুদণ্ড; এ নরকুলকলঙ্কের প্রতি—

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি)—আপনার কি অভিপ্রায়?

মন্ত্রী। কি জানেন মহারাজ! সত্যনাথ অতি গুণবান্—তিনি কখন কোন অপরাধ করেন নি—কিন্তু—

রাজা। (সত্যনাথ প্রতি)—এখনও তুমি সতর্ক হও—অবাধ্য প্রজার শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড।

সত্য। সেই আদেশই প্রদত্ত হউক।

রাজা। আমি তোমাকে আমার সমস্ত বিভব, সমস্ত রাজ্য দেব—

সত্য। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও আমি মেঘমালাকে ত্যাগ করতে পারব না।

রাজা। তবে আর আমি কি করব? মৃত্যুদণ্ডই প্রদত্ত হ'ল। এখনও বুঝে দেখ সত্যনাথ, একদিকে ধন পদ রাজ্য, অপর দিকে মৃত্যু; কোন্‌টা বরণীয়, কোন্‌টা বাঞ্ছনীয়?

সত্য। আপনিও বুঝে দেখুন মহারাজ, আমার স্ত্রী-নির্ব্বাচনে আপনার কি অধিকার আছে?

রাজা। ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষকরূপে আমার সে অধিকার আছে।

মেঘমালা অগ্রসর হইয়া কহিল, "কেন স্বামী, তুমি আমার জন্য রাজরোষে পতিত হও? এ তুচ্ছ প্রাণ আমি এখনি ত্যাগ করছি।" বলিয়া বালিকা কটিতট হইতে একখানি ক্ষুদ্র অস্ত্র বাহির করিয়া নিজ বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠাইল। জনৈক পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া দুর্ঘটনা নিবারণ করিল।

রাজা কহিলেন, "বস্ত্রমধ্যে অন্বেষণ করে দেখ আর কোন অস্ত্র লুক্কায়িত আছে কি না?"

মেঘমালা গ্রীবা বাঁকাইয়া সগর্ব্বে কহিল, "অঙ্গে হাত দিও না। আমি বলছি, আর কোন অস্ত্র নেই—সত্যনাথের স্ত্রী মিথ্যা বলে না।"

সভারূঢ় ব্যক্তি মাত্রেই চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি বলিলেন, "ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের জন্য এ মেয়েটাকে শাস্তি—"

রাজা বাধা দিয়া কহিলেন, "শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্ছি সত্যনাথ, একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্য মৃত্যু বরণ করা কি আকাঙ্খিত হ'ল ?"

সত্যনাথ। আপনি যাকে তুচ্ছ মনে করছেন, সে আমার বিবেচনায় রাজ্য, ধন, প্রতিপত্তি সব চেয়ে বড়। আমি মৃত্যু দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত।

মেঘমালা। আমার প্রতিও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হোক মহারাজ! আমরা একত্র প্রাণ দেব আপনার নব রাজ্যের কল্যাণার্থে। আমাদের শোণিতে এই পুণ্যভূমি একাম্রকাননে হিন্দু রাজ্য, হিন্দু-দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক্।

রাজা। বেশ, তাই হবে। উভয়কে নিয়ে যাও সেনাপতি, আমার প্রাসাদে—কোন সজ্জিত কক্ষে—

সভামধ্যে হাহাকার উঠিল। সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজা কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

১৯

রাত্রি এক প্রহর।

রাজপ্রাসাদ দীপান্বিত।

অধিবাসীরা জাগ্রৎ।

সত্যনাথ ও মেঘমালা যে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ, সে কক্ষটী বড়, সজ্জিত, দ্বীপান্বিত।

সত্যনাথ, মেঘমালাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিতেছিলেন, "আজ আমাদের বিবাহ, মালা। জীবনে তোমাকে হার করে গলায় পরেছি, মৃত্যুর পর তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবী রূপে—আমার মেঘ্ তোমার পানে চেয়ে থাক্‌বো—তুমি আমার বুকের উপর পড়ে আমাতে মিশিয়ে যাবে।—আমাদের সংযোগ, আমাদের মিলন অধ্বংসনীয়। ইহাতে লালসার লেশ নেই, বাসনার গন্ধ নেই।—তুমি আমার—তুমি—আমার—তুমি আমার জন্ম-জন্ম আমার।

মেঘমালা। আমি তোমার, আমি তোমার—তুমি আমার—জন্ম জন্ম আমার।

সত্যনাথ। এখন কে আসবে আসুক আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে; আসুক অস্ত্র, আসুক বজ্র—

দ্বার খুলিয়া গেল,—রাজা যযাতি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সত্যনাথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ছিলেন অনেক

দূরে—এ পৃথিবীতে নয়। যখন রাজাকে চিনিতে পারিলেন, তখন নতি জানাইলেন। মেঘমালা উঠিল না, অভিবাদনও করিল না।—সে বোধ হয় তখন কোন এক অদৃশ্য সৃষ্টিমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যখন রাজাকে চিনিতে পারিল, তখন সহাস্যবদনে রাজাকে কহিল, "আজ আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে রাজা ; এ মিলনে বিচ্ছেদ নেই, ভোগ নেই, লালসা নেই। কি আনন্দ! তোমার উপর আর আমার বিরক্তি নেই—নিয়ে এস তোমার অস্ত্র, নিয়ে এস তোমার বজ্র—"

রাজা কহিলেন, "আমি তোমাদের নিয়ে যেতেই এসেছি মা—এস আমার সঙ্গে।"

উভয়ে রাজার অনুবর্ত্তী হইলেন। প্রহরী সসম্মানে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সেনাপতিকে সংবাদ দিতে ছুটিল। রাজা এক সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, হোমাগ্নি জ্বলিতেছিল শালগ্রাম-শিলার সম্মুখে ; নয় জন ব্রাহ্মণ, হোতা ব্রহ্মারূপে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন ; প্রধান অমাত্য, চতুর্দ্দিকে পাত্র মিত্র সভাষদের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া অনর্থক ছুটাছুটি করিতেছেন। পুরোহিত সান্নিধ্যে ফুলমালা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। পাত্রে পাত্রে চন্দন। ধূপের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। রাজা, তাঁহার বন্দী দুই জনকে লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত ?"

পুরোহিত। সব প্রস্তুত মহারাজ।

সত্যনাথ ও মেঘমালা বিস্মিত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন; ঘাতক কই? তবে কি আগুনে পুড়াইয়া মারা হইবে? কিছুই বুঝিলেন না। রাজা কহিলেন, "এস মা আমার প্রেমময়ী মেঘমালা; অনেক তপস্যা করে মহাপ্রেমিক মহাদেবকে লাভ করেছ।"

তারপর প্রধান পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "চন্দ্রনাথ, আমি বরের পিতা, কিন্তু কন্যা দান করবে কে?"

মন্ত্রী। মেয়ের মা এখানে বোধ হয় আছেন—বিচারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

রাজা। তাঁকে ডাকতে পাঠাও—না, এখন থাক্—আগে মেয়েকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে ধর্ম্মান্তরিত করা হো'ক, তারপর মেয়ে নিজেই তার মাকে ডেকে আন্‌বে।

ধর্ম্মান্তরিত মেঘমালা চন্দনচর্চ্চিত হইয়া ছুটিল তাহার জননী মারুতি দেবীকে আনিতে। সঙ্গে চলিলেন, সত্যনাথ। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মালা, কোন্ বিবাহটা ভাল?—এই দেহের, না, এই দেহ বর্জ্জিত মনের?"

"এই দেহের।"

"আমারও তাই এখন মনে হচ্ছে; অন্যটা যে অনিশ্চিত। কি আনন্দের দিন আজ আমাদের! রাজা আমাদের একটুও বুঝতে দেন নি, তিনি আমাদের পরীক্ষা করছিলেন। রাজা কি মহৎ!"

যে কক্ষে মারুতি ছিলেন, সেই কক্ষদ্বারে উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষে দীপ জ্বলিতেছিল, কিন্তু যাহারা

কক্ষের ভিতরে ছিল, তাহাদের মনের ভিতর অন্ধকার—তথায় দীপ জ্বালিতে আসিল তাঁহাদের পুত্র ও বধূ। কক্ষ মধ্যে আসিয়া সত্যনাথ দেখিলেন, ধর্ম্মপাল বাতায়ন সান্নিধ্যে উপবিষ্ট, কন্যা শয্যাশায়িত, মারুতি হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন।

সত্যনাথ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, 'মা' !

ধর্ম্মপাল চমকিয়া উঠিলেন ; মারুতি ভাবিলেন, বুঝি সত্যনাথের প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। মালা কহিল, "মা, তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি ?"

"কোথায় ? যেখানে তোদের মারবে ? না আমি যাবনা।"

সত্যনাথ কহিলেন, "মা আমরা মুক্ত, রাজা বিচারকালে আমাদের পরীক্ষা করছিলেন ; আজ আমাদের বিয়ে—তুমি কন্যা দান করবে—রাজার আদেশে তোমাদের ডাকতে এসেছি—চল মা, চল বাবা, আমার বোণটীকে নিয়ে চল।"

কথাগুলি সম্যক উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের কিছু সময় লাগিল। বুঝিবার পর তাঁহাদের যে আনন্দ হইল তাহা অবর্ণনীয়। আদর ও অশ্রুবর্ষণ শেষ হইলে মারুতি তাঁহার উত্তম বসনভূষণে মালাকে সজ্জিত করিলেন ; পরে বধূ ও কন্যার হাত ধরিয়া চলিলেন বিবাহ-আসরে। সে কক্ষ তখন পরিপূর্ণ। হিন্দু রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই উপস্থিত।

বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে রাজা, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সত্যনাথ ও তাহার মনোনীত বধূর প্রেম পরীক্ষা করবার জন্যই বিচারকালে আমি কঠোর

হয়েছিলাম। সত্যনাথ ও মেঘমালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একজনের ত্যাগ ও মনুষ্যত্ব, অপরের প্রেম—আমি এদের পুত্র কন্যারূপে পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমার রাজভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, শ্রেষ্ঠ উপাধি রাজা ও রাণী উপাধিতে তোমাদের ভূষিত করলুম—সুখী ও যশস্বী হও।”

উভয়ে রাজার চরণ বন্দনা করিলেন। একে একে অনেককেই নতি জানাইয়া অবশেষে তাঁহারা বৃদ্ধ সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতির অন্তর তখন হিংসায় জ্বলিয়া যাইতেছিল। রাজভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ মতির মালা সত্যনাথের কণ্ঠ-বিলম্বিত, তাঁহার পার্শ্বে হীরকালঙ্কারভূষিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী ভার্য্যা, ললাটে রাজটীকা—সেনাপতির অসহ্য! নতি জানাইয়া উভয়ে আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতি নির্ব্বাক। সত্যনাথ কহিলেন, “আমরা আপনার সন্তান তুল্য, আশীর্ব্বাদ করুন।”

সেনাপতি তথাপি নীরব, নিষ্কম্প। সত্যনাথ তখন তাঁহার পদধূলি লইয়া ডাকিলেন, পিতা!

সেনাপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—সত্যনাথকে বুকে টানিয়া লইয়া অশ্রুসিক্ত করিলেন। এই অশ্রুপ্রবাহে হিংসা ভাসিয়া গেল।

রাজা কহিলেন, “এইবার সত্যনাথ তোমার জয় পূর্ণ হইল। যে অভিমানশূন্য, চিত্তজয়ী সেই প্রকৃত ক্ষত্রিয়—অস্ত্র ধরিতে জানিলেই ক্ষত্রিয় হয় না।”
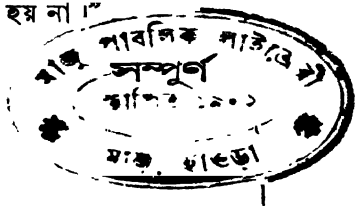
গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক :—

(১) শ্রীসনাতন গোস্বামী

গোস্বামীপ্রভু, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তের জীবনকাহিনী উপন্যাসাকারে—দেড় টাকা

(২) মহাত্মা তুলসীদাস

উপন্যাসাকারে মহাপুরুষের জীবনী—দুই টাকা

---

(৩) বঙ্গ সংসার

গার্হস্থ্য উপন্যাস—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ বলিয়াছেন, "শচীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলেও তাঁহার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।"—দেড় টাকা

---

(৪) বাঙ্গালীর বল

ঐতিহাসিক উপন্যাস। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়কুমার সরকার বলিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের স্থান বঙ্কিমচন্দ্রের নীচেই নির্দ্দেশ করি।"—দেড় টাকা

---

(৫) রাণী ব্রজসুন্দরী

বঙ্গললনা উড়িষ্যার সিংহাসনে—অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস। সর্ব্ব পত্রিকায় প্রশংসিত—দেড় টাকা